Aladdin
আলাদিন
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Aladdin
Tel: 718-784-2554

“আওয়ামী লীগ সরকারের এমন অবস্থা হবে ১৫ বছর আগেই আঁচ করেছিলাম”

বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন ২য় পাতায়

‘কমলা ঝড়ে’ দিশাহারা ট্রাম্প

হাসান ফেরদৌস:
দুই মাস আগেও নিজের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি ভূমিধস বিজয়ের কথা বলা শুরু করেছিলেন। সেটা অবশ্য নির্বাচন থেকে জো বাইডেনের সরে যাওয়ার আগের কথা। কমলা হ্যারিস ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে বাইডেনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে অবস্থা বদলে গেছে। তিনি শুধু ট্রাম্পের সঙ্গে আগের ব্যবধান কমিয়ে এনেছেন তা-ই নয়, বেশির ভাগ জনমত জরিপে এগিয়ে গেছেন। বিষয়টা ট্রাম্প কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। কীভাবে *(বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)*

The Weekly
সফলতার ২৮ বছরে
Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪৯ সোমবার ভাদ্র ১৮ ১৪৩১ / সফর ২৭ ১৪৪৬ / Vol. 28 / Issue 49 / September, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

ঐক্যের আহবানে ফোবানা সম্মেলন শেষ হলেও বিভক্তি থাকলোই

সালাহউদ্দিন আহমেদ:
ঐক্যের আহবানে বিভক্ত ফেডারেশন অব বাংলাদেশী অ্যাসোশিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা-ফোবানা’র ৩৮তম সম্মেলন শেষ হলেও বিভক্তি রয়েই গেলো। নেতৃত্বের কোন্দল সহ নানা কারনে এবার চারভাগে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবারের সম্মেলন। উত্তর আমেরিকার লেবার ডে উইকেন্ড ঘিরে নিউইয়র্ক ছাড়াও মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও মিশিগানের ডেট্রয়েটে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে নিউইয়র্কের সম্মেলন থেকে আগামী বছর (২০২৫ সাল) আবার নিউইয়র্কেই ৩৯তম সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে এই অংশের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ জানিয়েছেন। মেরিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আজম জানিয়েছেন তাদের সম্মেলনে আগামী বছরের জন্য নিউইয়র্ক, নিউজার্সী ও মিশিগানের নাম প্রস্তাব এসেছে। তবে এব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আবীর আলমগীর জানিয়েছেন তাদের সম্মেলন থেকে আগামী বছর (২০২৫) জর্জিয়ার আটলান্টায় এবং ২০২৬ সালের ৪০তম সম্মেলন ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেসে আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আটলান্টা সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন হচ্ছে বাংলা ধারা আর লস এঞ্জেলেস সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন থাকবে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া। এই সম্মেলন থেকে ফোবানা স্টীয়ারিং কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মাসুদ রব চৌধুরী এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী পদে পুন নির্বাচিত হয়েছেন আবীর আলমগীর। অপরদিকে মিশিগানের ডেট্রয়েটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান জানিয়েছেন তাদের সম্মেলন থেকে আগামী বছরের সম্মেলন কানাডার মন্ট্রিয়েলকে দেয়া হয়েছে। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন *(বাকি অংশ ১৪ এর পাতায়)*

আগামী সম্মেলন জর্জিয়া, মন্ট্রিয়েল ও নিউইয়র্কে

ছোট প্রতিনিধি দল নিয়ে জাতিসংঘে আসছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

বিশেষ প্রতিনিধি:
আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশন। ‘৭৯তম ইউএনজিএ’ নামে পরিচিত এই অধিবেশনের মূল পর্ব চলবে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবারের এই অধিবেশনে বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস যোগ দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. ইউনূসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক আসবেন বলে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। সোমবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ড. ইউনূস আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বরের *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

‘প্যারোল ইন প্লেস’ কর্মসূচিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা   *কার্যক্রম সাময়িক স্থগিতে আদালতের নির্দেশ*

আনডকুমেন্টেডদের বৈধতার স্বপ্নযাত্রায় শঙ্কা!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
যুক্তরাষ্ট্রে ১০ বছর ধরে বসবাসকারী আনডকুমেন্টেডদের (স্বামী/স্ত্রী) বৈধতার আবেদন শুরু হওয়ার সপ্তাহ পার না হতেই আদালতে মামলা জটিলতার চ্যালেঞ্জে পড়েছে ‘প্যারোল ইন প্লেস’ কর্মসূচিটি। যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি স্টেটের অ্যাটর্নী জেনারেল ‘প্যারোল ইন প্লেস’ কর্মসূচির নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করেন। ফেডারেল আদালত মামলার শোনানীর জন্য দুই সপ্তাহ ‘প্যারোল ইন প্লেস’ কর্মসূচির ওপর অস্থায়ী স্থগিতাদেশ দেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ‘প্যারোল ইন প্লেস’ কর্মসূচি ঘোষণার পর সিটিজেন নাগরিকের আনডকুমেন্টেড স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী) যুক্তরাষ্ট্রে থেকে বৈধতা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো। আদালতের অস্থায়ী স্থগিতাদেশে বৈধ হওয়ার সেই স্বপ্নযাত্রা এখন শঙ্কার মুখে পড়েছে অভিবাসন প্রত্যাশীদের।

এদিকে মামলা দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক গ্যাঢ়াকলে পড়ে এই প্রক্রিয়া চালু হবে কিনা সেই দু:শ্চিন্তায় পড়েছেন কর্মসূচির আওতায় থাকা আনডকুমেন্টেড অভিবাসন প্রত্যাশীরা।
আদালতে এ কর্মসূচির কার্যক্রম স্থগিতাদেশের খবরে আনডকুমেন্টেড অভিবাসন প্রত্যাশী যারা ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন তিনজন বাংলাদেশীর সাথে আলাপ হয় বাংলা পত্রিকার এ প্রতিবেদকের। তারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শর্তে বলেন, তারা ২০০৭ ও ২০১০ সালের দিকে পৃথক সময়ে অবৈধভাবে সীমান্তে বোর্ডার এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেন। এজন্য সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের কোন ডকুমেন্ট নেই। একযুগেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। এখানকার সিটিজেন নাগরিককে বিয়ে করেছেন। বৈধতার আবেদন করেও সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের কোন ডকুমেন্ট না থাকায় সেটা প্রত্যাখান হয়েছে। এদেশের ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী প্রবেশের কোন ডকুমেন্ট না থাকলে কোনভাবেই এদেশে থেকে বৈধতা পাওয়া যায়না। গত জুনে প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাদের মতো দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী ডকুমেন্টহীন লোকদের বৈধতা দেওয়া একটি আদেশ দেন। এতে করে একটি সুযোগ তৈরী হয়েছিলো। আবেদনের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন তারা। এ আদেশের কাজ শুরু হওয়ার সপ্তাহ যেতে না যেতে মামলার ফাদে পড়ায় তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে কিনা এ দু:শ্চিন্তায় পড়েছেন। কারণ নির্বাচনের বছরে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেট দলের রাজনৈতিক মারপ্যাচে এ আদেশ মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে।
তারা আরো বলেন, আদালতে *(বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)*

হাসিনার সামনে দুটো অপশন, ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় কিংবা দেশে ফেরা

মতিউর রহমান চৌধুরী

ক্ষমতাচ্যুত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে দুটো অপশন খোলা। হয় ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নতুবা দেশে ফিরে আসা। এই মুহূর্তে আর কোনো বিকল্প নেই। ৭৭ বছর বয়সী এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী এখন ভারতে অবস্থান করছেন। শতাধিক মামলা রুজু হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এরমধ্যে হত্যা মামলাই বেশি। গণহত্যার মামলা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতেও যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তার পাসপোর্ট বাতিল হওয়ায় ভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা উবে গেছে। ভারতীয় আইন অনুযায়ী বিনা ভিসায় তিনি ৪৫ দিন থাকতে পারবেন। এর মধ্যে কেটে গেছে ২৭ দিন।
যা কিছু করার এর মধ্যেই করতে হবে শেখ হাসিনাকে। শেখ রেহানার অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্ন। তার কাছে রয়েছে বৃটিশ পাসপোর্ট। তিনি ইচ্ছা করলে বৃটেন কিংবা অন্য যেকোনো দেশে যেতে পারেন। ভারত এখন কী করবে। তারা কি শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে? যেমনটা দিয়েছিল ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর। ছয় বছর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আশ্রয়ে ছিলেন হাসিনা। যতদূর জানা যায়, ভারত এখন উভয় সংকটে। তারা কি তাকে রাজনৈতিক *(বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)*

আরেকটি ঘটনাবহুল আগস্টের পরিসমাপ্তি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
বাংলাদেশীদের জন্য ঘটনাবহুল ও রাজনৈতিক বাঁকবদলের আগস্ট মাসের সমাপ্তি হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে শাসন করার পর দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগ আমলে মামলা ও হয়রানির শিকার ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠন হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। মুক্তি পেয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। *(বাকি অংশ ৭ এর পাতায়)*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪TAX Liens Charge Offs ▪Inquiries ▪Collections
▪Garnishment ▪Bankruptcy ▪Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

বাঙালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
QATAR ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

নির্বাচন কমিশনের সংবাদ সম্মেলন

চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন ১৯ অক্টোবর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তম আঞ্চলিক সংগঠন 'চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক' (চট্টগ্রাম সমিতি) এর নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী আগামী ১৯ অক্টোবর ২০২৪, শনিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী এসোসিয়েশনের ভোটার সংখ্যা ২,৬৬৩ জন এবং লাইফ মেম্বার ২২৩ জন। তবে লাইফ মেম্বারে সংখ্যা কমতে পারে, কেননা ১০ বছর পর এই সংগঠনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সময় লাইফ মেম্বারদের মধ্যে অনেকেই বেঁচে নেই। সঙ্গত কারনেই ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ পড়বে। নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে গত ২৬ আগষ্ট, সোমবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ। তফশিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর। এ সময় অন্য দুই কমিশনার রুহুল আমিন প্রকাশ হোসেন এবং ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুল হান্নান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ বলেন, আমরা সবাইকে নিয়ে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা দেবেন। মামলা-মোকদ্দমার মতো কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না বলেই আমরা আশা করছি। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইতিপূর্বেও আমি নির্বাচন কমিশনে দায়িত্ব পালন করেছি। তাই সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আরো ভালো নির্বাচন উপহার দিতে চাই। তবে এজন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ সেলিম হারুন জানান, সম্ভব স্বল্প খরচে চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। প্রথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে নির্বাচনে ৩০ থেকে ৫০ হাজার ডলারের মতো খরচ হতে পারে। তবে বাজেট এখনো চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি।

লিখিত বক্তব্যের শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ বাংলাদেশের চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদেরকে গভীরভাবে স্মরণ ও তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক'র সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি দক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটি কর্তৃক গত ১৪ জুন নতুন নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

ইঞ্জিনিয়ার খালেদ বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠনের পর বিলম্ব হলেও আমরা অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রাপ্ত হই। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোটার সংখ্যা ২,৬৬৩ জন এবং লাইফ মেম্বার ২২৩ জন (তবে লাইফ মেম্বারের তথ্যটি হালনাগাদ করার প্রয়োজন রয়েছে)।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর কমিশনের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য কমিশনের প্রথম সভায় সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগরকে মুখপাত্র, মোহাম্মদ সেলিম হারুনকে অর্থনৈতিক, রুহুল আমিন প্রকাশ হোসনেকে দাপ্তরিক এবং মোহাম্মদ এ এইচ হান্নানকে সাংগঠনিক বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

শাহাব উদ্দিন সাগর আরো বলেন, এবারের নির্বাচনে মনোনয় ফরম ফি জনপ্রতি ১০০ ডলার। এছাড়া ধার্য্যকৃত মনোনয়ন ফি সভাপতি প্রার্থী ২,২০০ ডলার, সিনিয়র সহসভাপতি প্রার্থী ১,৮০০ ডলার, সহসভাপতি প্রার্থী ১,৫০০ ডলার, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ১,৯০০ ডলার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ১,৪০০ ডলার, সহ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ১,২০০ ডলার, কোষাধ্যক্ষ ১,১০০ ডলার, সহ কোষাধ্যক্ষ ও দপ্তর সম্পাদক ১,০০০ ডলার করে, সহ দপ্তর সম্পাদক ৮০০ ডলার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ও ক্রীড়া সম্পাদক ১০০০ ডলার করে এবং নির্বাহী সদস্যের মনোনয়ন ফি ৭০০ ডলার।

সংবাদ সম্মেলনে রুহুল আমিন প্রকাশ হোসন জানান, এসোসিয়েশনের নির্বাচন উপলক্ষ্যে কমিশনের পক্ষ থেকে তিনি সপ্তাহের প্রতি শনিবার ও রোববার সন্ধ্যায় ব্রুকলীনস্থ সংগঠন কার্যালয়ে অবস্থান করবেন এবং চট্টগ্রামবাসীদের কারো কোন তথ্য লাগলে বা কিছু জানার থাকবে বা অভিযোগ থাকলে তা জানাবেন বা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে তার মোবাইল ফোনেও যোগাযোগ করা যাবে।

"আ. লীগ সরকারের এমন অবস্থা হবে ১৫ বছর আগেই আঁচ করেছিলাম"

শুভ্র দেব:
মন্ত্রিসভা থেকে ঠিক কী কারণে পদত্যাগ করেছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ? সেটি এখনো অনেকের কাছে অজানা। রাজনৈতিক পরিবারের এই সদস্য অনেক আগ্রহ নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন। গাজীপুর-কাপাসিয়া থেকে ২০০১ সালে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির মধ্যে ৫৮ আসনের একটিও তার ছিল। পরবর্তীতে ১/১১ এর পর ২০০৮ সালে এমপি নির্বাচিত হয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। কিন্তু বেশি দিন তিনি দায়িত্ব পালন করেননি। স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কেন পদত্যাগ করেছিলেন তা স্পষ্ট করেননি সোহেল তাজ। গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এ প্রতিবেদকের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। খোলাসা করেছেন পদত্যাগের নেপথ্য কারণ। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবারের প্রভাবশালী ব্যক্তি মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ করায় ক্ষোভে ও অভিমানে পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন সোহেল তাজ।

সোহেল তাজ

প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম না বললেও তখন আলোচনা ছিল আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম পুলিশের বদলিসহ সব নিয়ন্ত্রণ করতেন যা মেনে নিতে পারেননি সোহেল তাজ। শেখ সেলিম তখন সরকারের কোনো দায়িত্বে ছিলেন না। মানবজমিনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে সোহেল তাজ এমনই ইঙ্গিত দেন।

তার ভাষায় সরকারের ৯০ ভাগ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত হতো শেখ হাসিনার লোকদের দ্বারা। মন্ত্রণালয়গুলো চলতো ম্যাজিক্যালি।

সোহেল তাজ বলেন, ১৫ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকারের এখন যে পরিস্থিতি হয়েছে মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার সময়ই তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। সোহেল তাজ জানান, তিনি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অথচ তার নির্দেশ পালন করতেন না সচিবরা। তাদেরকে বলা হয়েছিল সোহেল তাজের কথা না শোনার জন্য। তার অজান্তেই এসপি বদলি হয়ে যেত। পরে তিনি বাধ্য হয়েই পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগের পর দৃশ্যপট অন্যদিকে যায়। তাকে জীবন-মরণ লড়াই করতে হয়। বিভিন্নভাবে তাকে নির্যাতন করা হয়। তার ভাগ্নেকে পর্যন্ত গুম করা হয়। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব পেয়ে ওই বছরের মে মাসে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ২০১২ সালের ২৩শে এপ্রিল তিনি এমপি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ওই সময় তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করায় ৭ জুলাই তিনি আবার পদত্যাগপত্র দিলে সেটি গ্রহণ করা হয়।

সোহেল তাজ বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাই। আমি খুবই উচ্ছসিত ছিলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে। আমার ইচ্ছা ছিল দেশটাকে একটি সুন্দর, প্রগতিশীল উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবো। তার মানে আমি এটাও জানি আমাকে কী করতে হবে? সিস্টেমিক চেঞ্জ করতে হবে। সিস্টেমিক চেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। বিচার বিভাগ, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনীতি ও দলীয়করণমুক্ত করতে হবে। যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য কাজ করে। *(বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়)*

প্রার্থী ঘোষণার মধ্য দিয়ে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের শোডাউন

(শেষ পাতার পর) পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ। পরবর্তীতে সভাপতিত্ব করেন যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী আযম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়াপরিচালনা করেন জামিল আনসারী। এছাড়াও গীতা থেকে পাঠ করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রি অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্কটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং এনআরবি ওয়ার্ল্ড-এর অন্যতম উপদেষ্টা বাংলাদেশী-বৃটিশ ফয়সল চৌধুরী। অতিথিদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ডা. চৌধুরী সারোয়ারুর হাসান, আলী ইমাম শিকদার, ডা. মাসুদুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, আব্দুর রহীম হাওলাদার, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, জুনায়েদ চৌধুরী, বদরুন্নাহার খান মিতা, আমীন মেহদৌ বাবু, সালেহ আহমেদ মানিক, নাঈম টুটুল ও রেজাউল আলম অপু। এছাড়াও ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর সোহরাওয়াদী, আশরাফ আলী খান লিটন, সিদ্দিক পাটোয়ারী, মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, এনায়েত মুন্সী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাঈদ তারেক, বদরুল হোসেন খান, কাজী আজহারুল ইসলাম মিলন, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, ফারুক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, আহসান হাবীব ও রাব্বী সৈয়দ। এছাড়াও ইশতিয়াক রুমী ও মোহাম্মদ সাদেক সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান যৌথভাবে পরিচালনা করেন ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী ছাড়াও মোহাম্মদ আলী, মহিউদ্দিন দেওয়ান ও মফিজুল ইসলাম রুমী। অনুষ্ঠানে ঘোষিত ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজজামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোগাম্মদ আলী, সহকারী সাধারণ সম্পাদক- আবুল কালাম ভুইয়া, কোষাধ্যক্ষ- মফিজুর ইসলাম ভুইয়া রুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জামিল আনসারী, সাহিত্য সম্পাদক- মোহাম্মদ এ আখতার বাবুল, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- আশরাফ আলী খান লিটন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- হাসান জিলানী এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ সাদিক, আবুল কাশে চৌধুরী, মনসুর আহমেদ, আল হারুন, জাহাঙ্গীর সেহরাওয়ার্দী ও হাসান খান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সোসাইটির আগামী নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেলের প্রার্থীরে যোগ্য পার্থী হিসেবে মনে করেন এবং তাদেও নির্বাচিত করার জন্য সবার সহযোগিতা ও ভোট কামনা করেন।

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে দখল-লুটপাটের অপসংস্কৃতি

ক্ষমতার পালাবদলের পর দেশে লুটপাট আর দখলের অপসংস্কৃতির কদর্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, লুটপাট করে শুধু ক্ষমতাশালীরা। পাঁচ আগস্টের পর দেশজুড়ে লুটপাটের যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষও সুযোগ পেলেই লুটপাটে অংশ নেন। শিক্ষিত, সচ্ছল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও দেশের সম্পদ লুট করতে দেখা গেছে। এদেরই কেউ কেউ লুট করেছে চতুরতার সঙ্গে। তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির সংগ্রহে থাকা অমূল্য চিত্রকর্ম লুট করেছে। লুটপাটের বিস্তৃতি ও ধরন দেখে আমরা মর্মাহত হয়েছি। আমাদের মনে প্রশ্নের উদয় হয়েছে যে, আমাদের সামষ্টিক চেতনায় কি লুটপাটের অপসংস্কৃতি প্রোথিত রয়েছে।

> *"দেশে এখন ব্যাংক দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। এজন্য গোলাগুলিও হয়েছে কোনো কোনো ব্যাংকে। দেশে ব্যাংক খাত এমনিতেই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এখন এই দখল-পাল্টা দখলের লড়াই শুরু হলে এই খাতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে। গ্রাহক ও আমানতকারীরা ব্যাংকের ওপর আস্থা হারাবে। কাজেই অন্তর্বর্তী সরকারকে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত কালে ব্যাংক লুটপাট হয়েছে, অর্থ পাচার হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে সেটা নিশ্চয় রাতারাতি করা সম্ভব হবে না"*

কাউকে কাউকে এখন দেখা যাচ্ছে, লুটের মাল ফেরত দিচ্ছেন। তবে তারা কৃতকর্মের জন্য কতটা অনুতপ্ত সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সমালোচনার মুখে যেসব লুটেরা পরে লুটের মাল ফেরত দিচ্ছেন তারা আদতে এর দায় স্বীকার করছেন না। আর লুটপাটের জন্য তাদের কোনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে বলে জানা যায় না।

লুটপাটের ঘটনা এখন কমে এসেছে। তারপরও দেশের অনেক স্থানে এখনো লুটপাট হচ্ছে। গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ আমাদের এই ধারণাই দেয় যে, একশ্রেণীর মানুষ সুযোগ পেলেই লুট করে। যার প্রভাব বেশি সে বড় কিছু লুট করে। যার প্রভাব কম বা সুযোগ সীমিত সে ছোট কিছু লুট করে। সুযোগ পেলে লতাপাতা লুট করতেও তারা পিছপা হয় না।

দেশে এখন ব্যাংক দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। এজন্য গোলাগুলিও হয়েছে কোনো কোনো ব্যাংকে। দেশে ব্যাংক খাত এমনিতেই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। এখন এই দখল-পাল্টা দখলের লড়াই শুরু হলে এই খাতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে। গ্রাহক ও আমানতকারীরা ব্যাংকের ওপর আস্থা হারাবে। কাজেই অন্তর্বর্তী সরকারকে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত কালে ব্যাংক লুটপাট হয়েছে, অর্থ পাচার হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে সেটা নিশ্চয় রাতারাতি করা সম্ভব হবে না। অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। আমরা আশা করব অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

"আ. লীগ সরকারের এমন অবস্থা হবে ১৫

(২৭ এর পাতার পর) আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে ডিবিতে নেয়া হলো। বলা হলো- সেইফ কাস্টডিতে নেয়া হয়েছে এবং তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে। আমি গিয়েছিলাম ডিবি অফিসে তারা গ্রেপ্তার হয়েছে কিনা সেটা জানতে। যদি গ্রেপ্তার হয় তবে অ্যানি স্টেটমেন্ট গিভেন ইজ নট ভেলিড। আর সেইফ কাস্টডি যদি হয় তাহলে তাদের চাইতে হবে। না চাইলে এটা এরেস্ট। আমি তখন বলেছিলাম আমার বিবেকের কারণে গিয়েছিলাম। কারণ আমি জানি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সেনাবাহিনীতে আমার অনেক ভক্ত আছে। আমি তাদের কাছে আপিল করেছি আর গুলি চালাবেন না। ১০ জনকেও যদি থামাতে পারি তাহলে দশটা গুলি কম যাবে।

পদত্যাগের পর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন দাবি করে সোহেল তাজ বলেন, ২০১৩ সালে আমার ভাগ্নে মেজো বোনের ছেলেকে ধরে নিয়ে পুলিশ নির্যাতন করলো। বেধড়ক পেটালো। দুলাভাই যখন থানাতে গেল তখন আরেক রুম থেকে শুনলো এই যে সোহেল তাজের ভাগিনাকে পেয়েছি একদম বানাই দিতেছি। আমার ভাগ্নে সৌরভকে গুম করে নিয়ে আয়নাঘরে রাখা হয়েছিল। ব্যক্তিগত হিংসার কারণে এই ঘটনাটা ঘটে। কিন্তু সেটার মধ্যদিয়েও বের হয়েছে রাষ্ট্রের মেশিনারিকে ব্যবহার করছেন ব্যক্তিগত বিষয়ে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অবস্থান, রাজনৈতিক দলের চাওয়া নিয়ে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার সমন্বয়ে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। মানুষের ১৫/১৬ বছরের কষ্টের বিস্ফোরণ হয়েছে। মানুষ চায় দুর্নীতিমুক্ত একটা সমাজ যেখানে অনিয়ম থাকবে না। মেধাই হবে সবকিছুর মাপকাঠি। বৈষম্যহীন সমাজ। এটার জন্য সিস্টেমিক চেইঞ্জ লাগবে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রিফর্ম করে মজবুত করতে হবে। শক্ত পিলার করতে হবে। তবে এটা রাতারাতি করা সম্ভব নয়। জনগণ এই সরকারকে ম্যান্ডেট দিয়েছে গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে এটা ঠিক করার জন্য। এখন সেটা ঠিক করতে যতটুকু সময় দরকার ততটুকু সময় নেয়া দরকার। তাড়াহুড়া করার দরকার নাই। অনেকে বলবে এটা ডেমোক্রেটিকিলি ইলেকট্রেড না। আমি মনে করি এটাই ইলেকট্রেড। তিনি বলেন, মানুষের অধিকার আছে নতুন কিছু চাওয়ার, কিছু পাওয়ার। আমি রাজনৈতিক দলকে বলবো একটু ধৈর্য ধরার জন্য। সিস্টেমেটিকভাবে সবকিছু পরিবর্তন হোক। নির্বাচন কমিশনকে কেউ ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে না। টাকা দিয়েও পারবে না। বলপ্রয়োগ করেও পারবে না। এমন একটা পুলিশ প্রশাসন হোক কেউ ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে না। তারা শুধু আইন প্রয়োগ করে। প্রশাসন দলীয়করণমুক্ত হোক। যেখানে প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতি করতে পারবে না। তিনি বলেন, এই যে করাপটেড, নোংরা, নষ্ট, পচা রাজনৈতিক সংস্কৃতি এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বিএনপি থেকে সিনিয়র নেতারা বার বার আহ্বান করছেন অনিয়ম থেকে দূরে থাকার জন্য। আমি তাদেরকে বলবো আপনারা আরও শক্ত হয়ে বলেন। কারণ এটা আপনাদের পার্টির ইমেজটাকে নষ্ট করে দিবে। আপনারা প্রমাণ করেন আপনারা গণতন্ত্রের পক্ষে। মুদ্রার এপিট-ওপিট নন। রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি এই নোংরা, পচা রাজনীতির মধ্যে আসবো না। কিন্তু এই কালচারটাকে যারা পরিবর্তন করতে চায় তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিবো। কারণ ছাত্ররা যেসব দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছে তার সঙ্গে হবহু মিলে যায় আমার চিন্তা-চেতনা। এটাই আমি চেয়েছিলাম। এজন্য আমি রাজনীতি করতে এসেছিলাম। আমি মনে করি এটাই রাজনীতির মূলমন্ত্র।

অনুভূতি : 'প্রথম বাংলাদেশ আমার, শেষ বাংলাদেশ'

মাহমুদ রেজা চৌধুরী

অপঅংশ! প্রত্যেক সমাজেই একটা অংশ থাকে যাদেরকে বলতে পারি, সমাজের বিভ্রান্ত অপ অংশ। এঁরা সংখ্যায় কম হলেও প্রভাবশালী। এক বালতি দুধের ভেতর যদি এক ফোঁটা কালি দিই। সাদা দুধ পুরোটাই নষ্ট হয়ে যায়। এঁরা তেমনি। বিষাক্ত সাপের মতো ফেনা তুলে থাকে সব সময়। সুযোগ বুঝে দংশন করে।

এঁরা বোকা না। ভীষণ চালাক এবং হিসাবি অংশ। এঁদের কোন কিছুই ভালো লাগে না। সেটাও না। আবার সব ভালো লাগে, তাও না। মানে কি! মানে এরা, সমাজের বড় অংশের সাদা, সহজ, সরল মনের ভাবনা-চিন্তার বিপরীতে। জটিল চিন্তায় বেশি পারদর্শী বা অভ্যস্ত। নিজেদেরকে এঁরা অন্য বড় অংশ থেকে দূরেও রাখে। অথবা নিজেরা দূরে থাকেন। এঁরা নিজে মিশেন কম কিন্তু মিশায়ে ফেলেন অনেক কিছুকে এক ঝুড়িতে। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর থেকেই এঁদের তৎপরতা এবং অপকৌশল সম্পর্কে আমরা যারা একাত্তর দেখেছি, ৬৯ দেখেছি। তারপর এই পর্যন্ত দেখে আসছি। তারা অনেকেই ভালোভাবেই জানি, এরা কারা। এঁদের একটা অংশকে বলা হয় বুদ্ধিজীবী বা ইন্টেলেকচুয়াল! হ্যাঁ বুদ্ধিজীবিত বটেই। এদের 'চিকন' বুদ্ধিও আছে। এঁরা দশকে এক করেন বিশেষ শ্রেণী স্বার্থে। পাশাপাশি এক কে দশ বানান ক্ষুদ্র স্বার্থে। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থেও। এদেরকে বুদ্ধিজীবী বলিবাইবা না, কিভাবে!

এঁরা আলাদা থাকতে গিয়েও পুরো সমাজ ব্যবস্থাকেও আলাদা করে দেন উৎপাদন সম্পর্কেও। এদের একটা বড় কাজ ধৈর্যের বিপরীতে অস্থিরতায়। এদের একটা বড় অংশ মনে করেন, মানুষের ধর্ম বিশ্বাস নাকি সমস্ত গন্ডগোলের মূল। এরা তাই বিশ্বাস করেন। এঁদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ উলঙ্গপনা। স্বাধীনতার অর্থ, যা খুশি করা ও বলা! স্বাধীনতার অর্থ, সবকিছুর স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু, ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলনের স্বাধীনতায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' থাকবে। এখানে তথাকথিত নিরপেক্ষতা, প্রগতিশীল, বিজ্ঞান, বাস্তবতা প্রসঙ্গ টেনে মূল প্রসঙ্গ থেকে এঁরা দূরে সরে যায়। এই অপ অংশের অধিকাংশদের কাছে ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম অপছন্দের। এরা যে সমাজ এবং রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলেন যেমন, বাংলাদেশ। সেখানে অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস অত্যন্ত বিশ্বাসের এবং ব্যক্তির কাছে সম্মানের। তাদের কাছে ধর্মে অবিশ্বাসীদের কোন বাণী বা লেকচার গ্রহণযোগ্য না। এদের কাছে সব বিষয়ে একটা পক্ষ বা বিপক্ষ থাকতে পারবে। কিন্তু ধর্ম বিষয় হলেই সেটা 'নিরপেক্ষ' হতে হবে! কি অদ্ভুত এই অপঅংশের যুক্তি বা আধুনিকত চিন্ত।

বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষের বড় অংশ নিপীড়িত, নির্যাতিত, এবং অত্যাচারিত। তাদের অত্যাচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা যতটা সোচ্চার হই, এই অপ অংশের একটা বড় ভাগ নিজেদের জামা কাপড় খুলে ফেলেন যদি দেখেন, এখানে ভিন্ন কোন ধর্মের কারোর প্রতি অন্যায় বা অত্যাচার হয় তখনই। এটাকে তারা তাৎক্ষণিকভাবে 'সাম্প্রদায়িকতা' বলেন। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই য সাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করে। সেই সম্পর্কে তাদের ভূমিকা এবং বাণী নিরব।

এঁরা এই ব্যাপারগুলিতে সোচ্চার না। বড় অংশের প্রতিও নানান অন্যায়, অত্যাচার কিন্তু প্রতি ঘন্টায় হয় ও হচ্ছে। এই ব্যাপারে তারা মনে করেন এটাই বাস্তবতা! এদের কলম, লেখা, আড্ডা। প্রতিদিনে ঘটে যাওয়া বিশ্বের এবং নিজের দেশের অসংখ্য অত্যাচার এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কথা খুব সংক্ষিপ্ত। অথবা ইনিয়ে-বিনিয়ে একটা কিছু বলা যায় অর্থ বোঝা কষ্ট। বিশেষ বিশেষ সময় ও সময়ে এরা বেশি তৎপর হন। আপন সুবিধা অনুযায়ী।

৫ অগাস্ট ২০২৪ এর পরিবর্তনের এক দুই সপ্তাহের মধ্যেই এরা আবার সোচ্চার হয়ে উঠছেন নানান দিকে। সমাজের এই অপ অংশ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপদজনক অবস্থায় সৃষ্টি করে। এঁদের মধ্যে অনেকেই যা বলেন, বিশ্বাস করেন না। এঁদের চরিত্রের একটা প্রধান দিক, এঁরা সবদিকেই প্রতিবাদী কিন্তু সেই প্রতিবাদের চরিত্র সাধারণ মানুষের অকল্যাণে ধ্বংসের আগুন যোগায়।

মানুষের দুই হাত প্রয়োজন। বাম হাতে যে কাজ করি, সেই একই কাজ ডান হাতে করি না। সমাজের অপ অংশ চান যেকোনো কাজ যেন দুই হাত ব্যবহার করে করি! তথাকথিত 'সম অধিকার' নামে। এদের তৎপরতা সমাজের কল্যাণের চাইতেও অকল্যাণে বেশি প্রয়োগ হয়। দুঃখজনক যে, আমাদের সমাজে যাদেরকে আমরা শিক্ষিত, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে অনেকেই মনে করি। তাঁদের একটা বিশেষ অংশ সবসময়ই সাধারণ মানুষের সাধারণ বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিকে আধুনিকতার নামে বা প্রগতির নামে অপসংস্কৃতির সাথে জড়াই।

এই অপসংস্কৃতির একটা বড় ব্যানার, ধর্মনিরপেক্ষতা। কোথাও, কোথাও সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে কোন বিশেষ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকেও এতে অপমান করা হয়।

এটা অবশ্য আমাদের বাঙালীদের একটা বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মুক্তি বলতে এরা অধিকাংশ সময় কোন না কোন রাজার শাসন বোঝেন, বা অগ্রাধারীভুক্ত কোন শ্রেণী শাসনের পক্ষে থাকেন। বৈষম্য বলতেও একইভাবে 'শ্রেণিস্বার্থকেই' বড় করে দেখেন।

আমরা এখন প্রচন্ড একটা দুর্যোগের মধ্য দিয়েই যাচ্ছি। জানিনা, আগামীকাল কি হবে বা ঘটতে পারে। দীর্ঘ ৫০ বছরের অনিয়ম এবং উশৃংখলতা চট করে চলে যাবে। ভাবিবা কিভাবে। যে দুর্নীতি এবং ও অসততার বীজ বপন করা হয়েছে ও এর বট বৃক্ষ তৈরি হয়েছে বিগত ৫০ বছর কখনো কম, কখনো বেশি মাত্রায়। তার অবসান সহজে হবার কথাও না।

প্রতি রাত, দিন আমাদের অনেকের অনিশ্চয়তা চরম আতঙ্কেও কাটছে। বিষাক্ত সাপের নিঃশ্বাস যে চারপাশে। বর্তমান সরকারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে ভিন্ন কোন শাসনব্যবস্থা বা নতুন বন্দুক তাদের উপরে আসতে পারে। সাধু সাবধান, এই সরকারকে আমরা সবাই সহযোগিতা না করলে, তার ব্যর্থতার দায়ভার সমাজের অনেক অংশের নিতে হবে কিন্তু। দেশের বর্তমান অরাজকতায় সরকারকে আরো কঠিন হওয়া খুব প্রয়োজন।

২৫ অগাস্ট, ২০২৪ তারিখে দেশের প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু চোরায় না শুনে ধর্মের কাহিনী। এটাকেও অস্বীকার করতে পারিনা। সব পরিবর্তন আমরা এখনই চাই। এর আগের লেখাতেও বলেছি, এটা বিপ্লব না বা এই সরকার আপাতত বিপ্লবী সরকারও না। তাই এখানে, সেখানে প্রতিদিন আমরা কোন না কোন বিদ্রোহ দেখছি। এটাও কারোর আরেক নেতিবাচক পরিকল্পনা কিনা! তাওবা কে জানে! মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহই জানেন, হোয়াট ইজ নেক্সট, জাতিগতভাবে অপেক্ষা করছে! আমরা এখন কেউই সুস্পষ্ট তা জানিনা। আমরা একটা বড় ক্ষতির মধ্য দিয়েও যাচ্ছি। ক্ষতি, আমরা পারি নাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বকে 'দেশীয়' রাখতে।

যদি বর্তমান সরকার ব্যর্থ হন। কোন সরকার আসবে? তারাও কি পারবে বিগত দিনের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, খুন, গুম ও দুর্নীতির দ্রুত অবসান ঘটাতে! বাংলাদেশের মাটিতে যদি 'বিডিআর' হত্যার বিচার না হয়, বাংলাদেশের মাটিতে যদি, 'আয়না ঘরের' বিচার না হয়। বাংলাদেশের মাটিতে যদি বিগত ১৫-১৬ বছরের আর্থিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির বিচার না হয়। বাংলাদেশের মাটিতে যদি সব বেআইনি হত্যার দৃষ্টান্তমূলক সাজা না হয়। ধরে নিতে হবে, এই দেশ পুরোটাই বিক্রি হয়ে গেছে। স্বাধীনতা হেরে গেছে বিষাক্ত সাপের বিশ কামড়ে। আমরা এটা চাই কিনা! নির্ভর করবে সমাজের অপশক্তির এবং অপ অংশের অস্তিত্বকে শক্তিশালী করবো না দুর্বল। এই ব্যাপারে সবার উপরে দেশকে ভালবাসেন যারা তাদের যার যার অবস্থান থেকে সতর্ক থাকা দরকার। বলা এবং লেখা দরকা এই অংশের ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগানো এবং ভূমিকার বিরুদ্ধে।

আমাদের সবার হৃদয়ে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার, শেষ বাংলাদেশ'। সবকিছুর আগে। বলতে চাই 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি'। এই ফুল বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের সহজ-সরল বিশ্বাস এবং সততার ফুল। সবশেষে, ভূপেন হাজারিকার সেই অসাধারণ গানটাও কানে বাজছেঃ

'সবার হৃদয়ের রবীন্দ্রনাথ, চেতনাতে নজরুল।

যতই আসুক বিঘ্ন বিপদ হাওয়া হোক প্রতিকূল
একহাতে বাজে অগ্নিবীণা, কন্ঠে গীতাঞ্জলি
হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি'।

আমাদের এই চলার পথে আমরা যেন নতুন ভোরের পথে হাঁটি। অপেক্ষা ও প্রতীক্ষা থাকুক নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে ধৈর্য ও সাহসে। যদি হেরে যাই বা জাতি যদি আবার হেরে যায়। অন্ধকার পুনরায় ফিরে আসবে আমাদের কুঁড়ে ঘরে। তবে তাই হবে, যা সৃষ্টিকর্তা লিখে রেখেছেন আমাদের জন্য। আপাতত দেশের যেকোনো উশৃংখলতাকে আমরা যেন উৎসাহ না দিই। সাধারণ নাগরিকদের মনে উৎকণ্ঠা না ছড়াই। পাশাপাশি বর্তমান সরকারকে কঠিন হাতে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং আইনি ব্যবস্থাকেও সুসংহত করার দৃষ্টান্ত রাখা দরকার, বিলম্ব না করে। তা না হলে আরেক রক্তের স্রোত আমাদের ছাত্র, তরুণ, জনগণ ও সন্তানদের কষ্টার্জিত অর্জনকে ধূলিসাৎ করে দিতেও পারে। সমাজের সব অপঅংশের বিপরীতে ইতিবাচক অংশের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে আরো ভীষণভাবে। এই যুদ্ধে হার-জিত এক সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই নির্ধারিত হবে। সেই ইচ্ছার রহস্য, হ্যাঁ বা না। আমাদের বোঝার ক্ষমতার বাইরে। আমাদের কাজ, চেষ্টা করা সততার পতাকাকে মুক্ত বাতাসে উড়তে দেয়া। সততার কোনো বিকল্প নাই।

Email. Mahmud315@yahoo.com

অপসংস্কৃতির একটা বড় ব্যানার, ধর্মনিরপেক্ষতা। কোথাও, কোথাও সাহিত্য ও সংস্কৃতির নামে কোন বিশেষ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকেও এতে অপমান করা হয়।
এটা অবশ্য আমাদের বাঙালীদের একটা বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মুক্তি বলতে এরা অধিকাংশ সময় কোন না কোন রাজার শাসন বোঝেন, বা অগ্রাধারীভুক্ত কোন শ্রেণী শাসনের পক্ষে থাকেন। বৈষম্য বলতেও একইভাবে 'শ্রেণিস্বার্থকেই' বড় করে দেখেন।
আমরা এখন প্রচন্ড একটা দুর্যোগের মধ্য দিয়েই যাচ্ছি। জানিনা, আগামীকাল কি হবে বা ঘটতে পারে। দীর্ঘ ৫০ বছরের অনিয়ম এবং উশৃংখলতা চট করে চলে যাবে। ভাবিবা কিভাবে। যে দুর্নীতি এবং ও অসততার বীজ বপন করা হয়েছে ও এর বট বৃক্ষ তৈরি হয়েছে বিগত ৫০ বছর কখনো কম, কখনো বেশি মাত্রায়। তার অবসান সহজে হবার কথাও না।
প্রতি রাত, দিন আমাদের অনেকের অনিশ্চয়তা চরম আতঙ্কেও কাটছে। বিষাক্ত সাপের নিঃশ্বাস যে চারপাশে। বর্তমান সরকারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে ভিন্ন কোন শাসনব্যবস্থা বা নতুন বন্দুক তাদের উপরে আসতে পারে। সাধু সাবধান, এই সরকারকে আমরা সবাই সহযোগিতা না করলে, তার ব্যর্থতার দায়ভার সমাজের অনেক অংশের নিতে হবে কিন্তু।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক্

CHITTAGONG ASSOCIATION OF NORTH AMERICA INC.

545 MCDONALD AVE BROOKLYN, NY 11218

নির্বাচন কমিশন | ELECTION COMMISSION

নির্বাচনী তফসিল ও আচরনবিধি ২০২৪

সম্মানিত সদ্যস্য ও সদস্যাবৃন্দ

চট্টগ্রামবাসীর প্রাণপ্রিয় সংগঠন "চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক্" এর কার্যকরী পরিষদ ২০২৪-২০২৬ এর নির্বাচন আগামী ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ ইং শনিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একটি সুন্দর, সুষ্ঠু এবং গ্রহনযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়ার লক্ষে নির্বাচন কমিশন বদ্ধ পরিকর। আপনাদের সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমেই একটি নির্বাচিত কমিটি গঠন করা সম্ভব। আসুন আমরা সবাই মিলে আসন্ন নির্বাচনকে উৎসব মুখর ও সাফল্য মন্ডিত করে তুলি।

নির্বাচনের তফসিল

১) মনোয়ন পত্র বিতরণ / বিক্রয়	:	৩১ শে আগষ্ট শনিবার	সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা
২) মনোয়ন পত্র দাখিল ও গ্রহণ	:	৭ ই সেপ্টেম্বর শনিবার	সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা
৩) মনোয়ন পত্র বাছাই	:	১০ ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার	
৪) প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	:	১২ ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার	সন্ধ্যা ৮টা
৫) আপিলের সময়সীমা	:	১৩ ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার	সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১০টা
৬) আপিলের শুনানী ও রায়	:	১৫ ই সেপ্টেম্বর রবিবার	সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা
৭) প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময়	:	১৮ ই সেপ্টেম্বর বুধবার	সন্ধ্যা ৬টা
৮) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা	:	২১ শে সেপ্টেম্বর শনিবার	সন্ধ্যা ৬টা

নির্বাচন
১৯ অক্টোবর ২০২৪
শনিবার
স্থান ও সময় পরে জানানো হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী:

১. কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোট গ্রহন করা হবে।
২. নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে অবশ্যই ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে।
৩. ভোট গ্রহনের সময় অবশ্যই আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে। আইডি কার্ড বলতে ড্রাইভিং লাইসেন্স/স্টেট আইডি/গ্রীন কার্ড ও পাসপোর্ট বুঝানো হবে।
৪. একজন প্রার্থী কেবল মাত্র একটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারবেন। যদি কেউ একাধিক পদে মনোয়নপত্র জমা দেন তাহলে ওই প্রার্থীর সব মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার আপিল গৃহিত হবে না।
৫. গোপন ব্যালটের মাধ্যমে শুধুমাত্র উপস্থিত ভোটারগনই ভোট দিতে পারবেন।
৬. নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৭. মনোনয়ন ফরম মূল্য (প্রতিটি) ১০০ (একশত) ডলার ধার্য্য করা হয়েছে।
৮. প্রার্থীগণ প্যানেলভিত্তিক অথবা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন। প্রার্থীদের স্বশরীরে বৈধ পরিচয়-পত্র সহ নির্বাচন কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে হবে। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নাম প্যানেল ভিত্তিক, অক্ষর ভিত্তিক অথবা ক্রমিক সংখ্যায় হবে তা নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দেবেন।
৯. বাচাইকৃত সঠিক মনোনয়ন পত্রের তালিকা অফিসের নোটিশ বোর্ড ও সংবাদ পত্র এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।
১০. ভোট গণনায় কোন প্রার্থীর অভিযোগ থাকলে তা বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নিম্নলিখিত ফি পরিশোধ পূর্বক ভোট পুনঃ গণনার জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট লিখিত আবেদন করতে পারবেন।
ক. ভোটের সংখ্যা ১০০০ জনের উর্ধ্বে ২৫০০ ডলার
খ. ভোটের সংখ্যা ৫০০-১০০০ জন, ২০০০ ডলার
গ. ভোটের সংখ্যা ১-৪৯৯ জন, ১৫০০ ডলার
১১. মনোনয়ন পত্র স্পষ্ট অক্ষরে ভোটার তালিকার নাম অনুযায়ী নাম পূরন করতে হবে। বোধগম্য বা যথাযথ না হলে মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে গন্য হবে। প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর ও সীল মোহরকৃত ফরমে আবেদন করতে হবে।
১২. নির্বাচন কেন্দ্রে প্রত্যেক প্যানেল থেকে একজন অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে একজন এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন। নির্বাচনের আগের রাত্রের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে ছবি সহ লিখিত জানাতে হবে।
১৩. প্রয়োজনে প্রত্যেকে ভোট দানের নিয়ামাবলী নির্বাচন কমিশন থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং প্রর্থীরা ভোটারগণকে অবহিত করতে পারবেন।
১৪. নির্বাচনী কেন্দ্রে কোন প্রকার রেডিও/মাইক অথবা শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্র কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
১৫. নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে প্রার্থী বা প্রার্থীর সমর্থকরা কোন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তাৎক্ষনিকভাবে তা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানানো হবে।
১৬. নির্বাচনে কোন প্রার্থী কোন প্রকার প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে প্রার্থীদের ছবি ব্যবহার করা যাবে।
১৭. নির্বাচনের ভোট গ্রহন পদ্ধতি ও নির্বাচন পরিচালনার কার্যক্রম নজরদারী করার জন্যে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যাবে। তবে পর্যবেক্ষকগণ নিরপেক্ষভাবে শুধু ভোট গ্রহন অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। কোন প্যানেল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকার প্রচার, আলোচনা, সমালোচনা ও মতামত দিতে পারবে না।
১৮. একই ব্যাক্তি কেবল মাত্র একবারই ভোট দিতে পারবেন। এক্ষেত্রে যদি (ভুল বশত) ভোটার তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম একাধিকবার হয়ে থাকে, তা গ্রহনযোগ্য হবে না।
১৯. ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনের ফলাফল চুড়ান্ত করা না গেলে সংগঠন কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী কর্মকান্ড চলবে। এই ব্যাপারে কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।
২০. নির্বাচন কমিশন প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার হিসাবে সদস্য অথবা সদস্য নন এমন ব্যাক্তিকে মনোয়ন দেয়া যাবে।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত মনোয়ন ফি

পদের নাম	সংখ্যা	পরিমাণ (ইউএস ডলার)
সভাপতি	১	২২০০ ডলার
সিনিয়র সহ সভাপতি	১	১৮০০ ডলার
সহ-সভাপতি	২	১৫০০ ডলার
সাধারণ সম্পাদক	১	১৯০০ ডলার
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	১	১৪০০ ডলার
সহ সাধারণ সম্পাদক	১	১২০০ ডলার
কোষাধ্যক্ষ	১	১১০০ ডলার
সহ-কোষাধ্যক্ষ	১	১০০০ ডলার
সাংগঠনিক সম্পাদক	১	১০০০ ডলার
দপ্তর সম্পাদক	১	১০০০ ডলার
সহ-দপ্তর সম্পাদক	১	৮০০ ডলার
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১	১০০০ ডলার
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১	১০০০ ডলার
প্রচার ও প্রকাশণা সম্পাদক	১	১০০০ ডলার
ক্রীড়া সম্পাদক	১	১০০০ ডলার
নির্বাহী সদস্য	৩	৭০০ ডলার

ভোটার তালিকায় ত্রুটি থাকলে তা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং সন্ধা ৬টার মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হবে অন্যথায় যে কোন অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

Facebook: Chittagong Association of North America -Election Commission 2024, Email: ecctgna2024@gmail.com

ধন্যবাদান্তে
ইঞ্জিনিয়ার শেখ মোহাম্মদ খালেদ
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৭১৮-৩১৬-১৩৭৪

মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন প্রকাশ হোসেন
নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৭১৮-৮২০-৬১৯২

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৯১৭-৬৬৯-৪০৩৪

মোহাম্মদ সেলিম প্রকাশ হারুন
নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৯১৭-৬৯১-৭৭২১

শাহাব উদ্দিন সাগর
নির্বাচন কমিশনার
ফোন: ৯১৭-৩৫৩-৯৩২১

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচারিত

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

আরেকটি ঘটনাবহুল আগস্টের পরিসমাপ্তি

(প্রথম পাতার পর)
আগস্ট মাসের সূচনা হয়েছিল ব্যাপক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে। আগের ১৫ দিনে দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনগুলোর হামলায় ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলন দমনের অংশ হিসেবে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে। আবার আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক ডিবি পুলিশের হেফাজতে। শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নেমে এসেছেন রাস্তায়। নামতে শুরু করেছে জনসাধারণও। প্রতিদিনই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে আন্দোলন। এর ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট এ আন্দোলন রূপ নেয় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে। দেশ ছেড়ে পালান শেখ হাসিনা।

ভেঙে পড়ে গত দেড় দশকের স্বৈরশাসনে দুর্বল হয়ে পড়া রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম প্রায় তিনদিন প্রশাসনশূন্য অবস্থায় ছিল বাংলাদেশ। এরপর ৮ আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা শপথ নেন। একটু একটু করে স্বাভাবিক হতে থাকে পরিস্থিতি। এর মধ্যেই উজানি ঢল ও অতিবৃষ্টিতে বন্যা দেখা দেয় দেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোয়, যা কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহতম আকার নেয় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় চারটি জেলায়। এ বন্যার পানি এখন কমতে থাকলেও এখনো এর অভিঘাত মোকাবেলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

শুধু ২০২৪ সাল নয়, স্বাধীনতার পর গত পাঁচ দশকে এমন বেশ কয়েকবার ঘটনাবহুল আগস্টের সাক্ষী হয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ১৯৭১ যেমন আছে, তেমনি আছে ১৯৭৪, ১৯৭৫, ২০০৪ ও ২০০৫।

১০ আগস্ট, ১৯৭১

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর সময় আগস্টে শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়ার একটি পরিকল্পনার খবর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ওই মাসের ১০ আগস্ট ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর এ-সংক্রান্ত একটি জরুরি বার্তা পাঠান। ওই বার্তায় তিনি শেখ মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ দেয়ার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের নেতাদের পাশাপাশি জাতিসংঘের কাছে বার্তা দেন। পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুজিবের রাষ্ট্রদ্রোহের বিচার স্থগিত হয় এবং ইন্দিরা গান্ধীর সতর্কতাটি সফলতার মুখ দেখে।

২০ আগস্ট, ১৯৭১

বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত সাতজন মুক্তিযোদ্ধার অন্যতম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। তিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনী একাডেমিতে যোগ দিয়ে ১৯৬৩ সালের জুনে কমিশন লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করেন তিনি। তার লক্ষ্য ছিল, বিমান ছিনতাই করে সেটি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন। ১৯৭১ সালের ২০ আগস্ট সকালে করাচির মশরুর বিমানঘাঁটি থেকে পাইলট অফিসার মিনহাজ রশিদের টি-৩৩ বিমান নিয়ে ওড়ার শিডিউল ছিল। মতিউর ছিলেন তার প্রশিক্ষক। টি-৩৩ বিমানের সাংকেতিক নাম ছিল ব্লু বার্ড। প্রশিক্ষণকালে মতিউর বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। বিমানটি বিধ্বস্ত হয় ভারতীয় সীমান্তের কাছে থাট্টায়। মতিউরের মৃতদেহ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পাওয়া গেলেও মিনহাজের লাশের কোনো হদিস মেলেনি। মতিউর রহমানকে দাফন করা হয় মশরুর বিমানঘাঁটির চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কবরস্থানে। দেশপ্রেম ও আত্মদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয়।

১৯৭৪ সালের আগস্টের বন্যা

১৯৭৪ সালের আগস্টে বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ দেশের মধ্যাঞ্চল ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে। ১০ হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশি অঞ্চল এতে আক্রান্ত হয়। লাখ লাখ ঘরবাড়ি তলিয়ে যায়। মৃত্যু হয় বহু মানুষের। দুর্ভিক্ষ চলাকালীন বন্যা হওয়ায় খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। এ মাসের ১০ আগস্ট বাংলাদেশকে জরুরি ত্রাণসহায়তার জন্য সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি আহ্বান জানান। এদিন দুর্গতদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ তহবিল ২০ হাজার ডলার মঞ্জুর করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র অফিসারের অভ্যুত্থানে সপরিবার নিহত হন শেখ মুজিবুর রহমান। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে অভ্যুত্থানকারী সেনাসদস্যদের গুলিতে আরো মারা যান বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, ছোট ভাই শেখ আবু নাসের, বড় ছেলে শেখ কামাল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল খুকী, মেজো ছেলে শেখ জামাল, পুত্রবধূ পারভীন জামাল রোজী ও ছোট ছেলে শেখ রাসেল। ওইদিন সেখানে বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ (মরণোত্তর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদাপ্রাপ্ত) ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তারও মৃত্যু হয়। অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তারা সেদিন শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে হামলা চালায়। সেখানে আবদুর রব সেরনিয়াবাত ছাড়াও মৃত্যু হয় আরিফ সেরনিয়াবাত, বেবী সেরনিয়াবাত, শহীদ সেরনিয়াবাত, সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, নাঈম খান রিন্টু, গৃহভৃত্য পোটকা ও লক্ষ্মীর মার। হামলা চালানো হয় শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনির বাড়িতেও। সেখানে শেখ ফজলুল হক মনি ও তার স্ত্রী আরজু মনি মারা যান।

খন্দকার মোশতাকের সরকার গঠন

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের দিন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। ক্ষমতা গ্রহণের সময় প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করেন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। ফলে তার সেই সরকারে ১২ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী থাকলেও কোনো প্রধানমন্ত্রী পদ ছিল না। এ মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়া ২৩ সদস্যের ২২ জনই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) মন্ত্রিসভার। ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট খন্দকার মোশতাক সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব নেন।

১৯৮১ সালের ১৩ আগস্ট

১৯৭০ সালের সাইক্লোনে বঙ্গোপসাগরে সাতক্ষীরার অদূরবর্তী স্থানে জেগে ওঠে একটি দ্বীপ। ১৯৭৪ সালে আমেরিকার ভূ-উপগ্রহ ইআরটিএস-১ সর্বপ্রথম দ্বীপটির অবস্থান শনাক্ত করে। এরপর বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই দ্বীপটির মালিকানা দাবি করে। দ্বীপ নিয়ে বিবাদের মীমাংসার জন্য ১৯৭৯ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে ভারতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮১ সালের ১১ মে ভারত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে নৌজাহাজ পাঠায় এবং সেখানে বিএসএফ (ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী) চৌকি স্থাপন করে। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপে উড়তে থাকে ভারতের পতাকা। বাংলাদেশ এ ঘটনার দুদিন পর ১৩ মে কোস্টগার্ডের দুটি গানবোট প্রেরণ করে এবং বিএসএফের চৌকিতে হামলা চালায়। অস্ত্রের যুদ্ধে না জড়িয়ে ভারত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয় এবং দ্বীপটিকে নো ম্যান'স ল্যান্ড ঘোষণা করে। ১৯৮১ সালের ১৩ আগস্ট বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এ ঘটনার সংবাদ ছাপে এবং বাংলাদেশের প্রতিবাদের বিষয়টি প্রকাশ পায়।

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এতে দলের নেতা-কর্মীসহ ২৪ জন নিহত হন। আহত হন শেখ হাসিনাসহ দলের কয়েকশ নেতা-কর্মী। আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে আসছে, '্রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের' সহায়তায় ওই হামলার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন, ১৫ অগাস্টের পরে ওই হামলার ঘটনা ছিল আওয়ামী লীগের জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত। ফলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে রাজনৈতিক যে তিক্ততা শুরু হয়েছে, এখনো তার সমাধান হয়নি।

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলা

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশে একযোগে সিরিজ বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) ওইদিন বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে দেশের ৬৩ জেলার প্রেস ক্লাব, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও ঢাকার ৩৪টিসহ সাড়ে চারশ স্পটে প্রায় পাঁচশ বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ওই হামলায় দুজন নিহত এবং দুই শতাধিক মানুষ আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। ৬৪ জেলার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬৩টি জেলায় এ হামলা করা হয়। হামলার জায়গাগুলোয় জেএমবির পক্ষ থেকে লিফলেট ছড়ানো হয়। পুলিশ সদর দপ্তর ও র‌্যাবের তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার পর পরই সারা দেশে ১৫৯টি মামলা দায়ের করা হয়।

২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট

আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস ৩০ আগস্ট। ২০১০ সালের ডিসেম্বরে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর প্রোটেকশন অব অল পারসনস এগেইনস্ট এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স' সম্মেলনে যে আন্তর্জাতিক সনদ কার্যকর হয়, তাতে দিনটিকে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চলতি বছরের ২৯ আগস্ট গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে সই করেছে বাংলাদেশ। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ সনদে সই করেন।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গুমের ঘটনার বিচারের দাবিতে বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো দাবি তোলার মধ্যেই এ বছর দিবসটি পালিত হয়েছে। দিবসটিকে নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজন ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

এক স্লিপ

(শেষ পাতার পর) আওয়ামী লীগ সমর্থক কর্মকর্তাদের নানা ষড়যন্ত্র, প্রপাকান্ড, মিথ্যাচার, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি নানা কথা বলে দেশকে অস্থিতিশীল করার পায়তারা চলছে। অপরদিকে দেশ-প্রেমিক ছাত্র-জনতার সহযোগিতায় ইউনূস সরকার একে এক সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এরই মধ্যে ভারতের উজান থেকে আসা পানিতে দেশে ১০/১২টি জেলা পানিতে তলিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। দেশের এসব বিষয় নিয়ে নিউইয়র্কেন সচেতন প্রবাসীরা হোটেল-রেস্তরায় চায়ের আড্ডায় ঘুরে-ফিরে দেশপ্রেমের কথাই তুলে ধরছেন। বলছেন- 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়' এটাই গোক এখন সবার মূলমন্ত্র। ৩১ আগষ্ট, ২০২৪

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

পারিবারিক একত্রিকরণ প্যারল:

গত ২৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখে পূর্বাঞ্চলীয় টেক্সাসের টেক্সাস বনাম ডিপার্টমেন্ট অফ হোম ল্যান্ড সিকিউরিটি পারিবারিক একত্রীকরণ প্যারোল ১৪ দিনের জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছে। এই আদেশ কেবলমাত্র ১৪ দিনের জন্য। তবে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট মনে করলে এই স্থগিতাদেশ আরো বৃদ্ধি করতে পারবে। ইউএসসিআইএস এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে ইউএসসিআইএস আগামী ১৪ দিনের মধ্যে কোন প্যারল ইন প্লেস আবেদন গ্রহণ করবে না। তবে নির্দিষ্ট কিছু সিটিজেনদের মধ্যে যাদের নন সিটিজেন স্পাউস স্বামী/ স্ত্রী এবং সৎপুত্র বা কন্যাদের জন্য প্যারল ইন প্লেসের নতুন আবেদন গ্রহন করবে না। এছাড়াও ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের স্টে অর্ডার জারির পূর্বে যাদের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে স্টে অর্ডার কার্যকর হবে না। এর অর্থ হচ্ছে ইউএসসিআইএস কোন আবেদন বাতিল করবে না যদি তা ২৬ আগস্ট ২০২৪ এর পূর্বে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন: তবে কি আমাদের এই ১৪ দিনের জন্য ফরম আই-১৩১ এফ এর জন্য অপেক্ষা করা উচিত। নাকি আমাদের ফরম আই-১৩১ পূরণ করে আবেদন করা উচিত।

উত্তর: এ ব্যাপারে আপনার প্রশ্নের মত একই ধরনের অনেক প্রশ্ন আমরা এরই মধ্যে পেয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের মতামত হচ্ছে যে আপনার আবেদন যদি ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে তবে আবেদন করতে পারেন।

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোর্টের নির্দেশ কেবল আবেদন অনুমোদন করা। ইমিগ্রেশন আবেদন গ্রহণ করছে আদালতের নির্দেশের পর এই ইমিগ্রেশন সেইসব আবেদন গ্রহণের পর আমাদের অফিসে আবেদনের স্তুপ জমেছে। এই স্থগিতাদেশ মাত্র ১৪ দিনের জন্য। যদিও আদালত এই স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াতে পারে।

ইউএসসিআইএস এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারা আবেদন গ্রহণ করবেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে। তবে তারা ১৪ দিন অপেক্ষা করবেন আবেদন অনুমোদনের জন্য।

নিউইয়র্ক থেকে খান আকবরের প্রশ্ন: আমি একজন ইউএস সিটিজেন, আমার স্ত্রী একজন ইউএস-এর গ্রিন কার্ডধারী। আমার স্ত্রী তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। সে তাড়াতাড়ি তার মা বাবাকে এ দেশে আনতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রীনকার্ডধারী হিসেবে আমার স্ত্রী তার মা-বাবার জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে কিনা?

খান আকবরের প্রশ্নের উত্তর: আমাদের প্রথমে জানা দরকার যে একজন গ্রীন কার্ডধারী কাদের জন্য আবেদন করতে পারেন: ১) স্পাউস স্বামী/ স্ত্রী।
২) ২১ নিম্ন বয়সী অবিবাহিত সন্তান।
৩) ২১ উর্ধ্ব বয়সী অবিবাহিত সন্তান।

উল্লেখ্য যে, গ্রীন কার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই-বোনের জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। আপনার স্ত্রী একজন গ্রীন কার্ডধারী সে কারণে আপনার স্ত্রী বাংলাদেশে বসবাসকারী তার মা-বাবার জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। আপনার স্ত্রীকে তার মা-বাবার জন্য আবেদনের ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে হলে তাকে তার সিটিজেনশীপ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমরা জানিনা তিনি কত দিনে সিটিজেনশিপ এর ব্যাপারে উপযুক্ত হবেন। সে পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিসা বুলেটিন:

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট (ডিওএস) সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে পারিবারিক ভিত্তিতে ২০২৪-এর ভিসা বুলেটিন এর প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো:

উল্লেখ্য যে, ফাইনাল এ্যাকশন ডেট হচ্ছে সেই ডেট যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস তাদের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। তারপর আপনার প্রায়োরিটি তারিখ হবে তার পূর্বে। সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসা ক্যাটাগরিতে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার

প্রথম: (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা অক্টোবর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট এর স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী) এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা। এ, (এফ ২ এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী বা স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১।

বি (এফ ২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা ২১ নিম্ন বা তদুর্দ্ধ বয়সী। মে ০১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com
এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com
Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য নিবন্ধনের সংশোধনী সময় বর্ধিত

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত নিবন্ধিত সদস্য বৃন্দ,

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি পরিমার্জিত এবং বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা অতি জরুরী। বাংলাদেশে সোসাইটির এবারের নির্বাচনে ১৮ হাজারের বেশি সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, বিশাল সংখ্যক এই সদস্য নিবন্ধনকালে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে সেজন্য নিবন্ধনের পরে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে সময় দেয়া হয়েছিল সেই সময়টুকু ওপ্রতুল বলে অনেক সদস্য এবং আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক অনেক প্রার্থী লিখিতভাবে সোসাইটির সভাপতি বরাবর দরখাস্ত করে সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছেন তার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের পরামর্শক্রমে এবং যতদূর সম্ভব নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশোধনীর তারিখ আগামী ২৯ আগস্ট এর পরিবর্তে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

যদি কোন ভুল থাকে তা সংশোধনের জন্য সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের পর সদস্য তালিকায় আর কোন ধরনের সংশোধনী করা যাবে না এবং ভোটের দিন এ নিয়ে কোন ধরনের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিশেষদ্রষ্টব্য :- আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে ইচ্ছুক সদস্যরা অবশ্যই বিশেষভাবে সকল তথ্য যাচাই-বাছাই করে নেবেন। কোন ভুল থাকলে নমিনেশন দাখিলের পূর্বে সংশোধনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এ ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

www.bangladeshsocietyinc.com/mv

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৮৫৮-৬৯৯১

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাধিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
IRS e-file
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

আনডকুমেন্টেডদের বৈধতার স্বপ্নযাত্রায় শঙ্কা!

(প্রথম পাতার পর) মামলা জটিলতায় পড়ে ২ সপ্তাহ স্থগিতাদেশ আরো দীর্ঘ হতে পারে। কর্তৃপক্ষ যদি এ কর্মসূচির পক্ষে শক্তভাবে অবস্থান নেয় তাহলে হয়তো দ্রুত এ আদালতে স্থগিতাদেশ তুলো নিতে পারেন। কারণ এ মামলার পক্ষে যারা তারা রিপাবলিকান সমর্থক। নভেম্বরে নির্বাচন। এ নির্বাচনে যদি রিপাবলিকান জয়ী হয় তাহলে এ আদেশ বাতিল করে দিতে পারেন ট্রাম্প। তখন আমাদের স্বপ্ন অধরা-ই থেকে যাবে।

তথ্যমতে, গত ২৬ অগাস্ট সোমবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত টেক্সাসের ইউএস ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক জে. ক্যাম্পবেল বার্কার পরবর্তী ১৪ দিনের জন্য ‘কিপিং ফ্যামিলিজ টুগেদার’ প্যারোল ইন প্লেস প্রোগ্রামের জন্য ফেডারেল সরকারকে অনুমোদন প্রদান থেকে বিরত রাখতে প্রশাসনিক স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। তবে তিনি স্থতিগাদেশ বাড়ানোরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অপরদিকে আদালতের নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ায় আবেদনের অনুমোদনসহ পরবর্তী সকল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। তবে প্রোগ্রামের অধীনে আবেদন করতে পারবেন কর্মসূচির আওতায় থাকা অভিবাসন প্রত্যাশীরা এমনটি জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা।

টেক্সাসসহ ১৬টি স্টেটের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিবাহিত স্বামী/স্ত্রীদের আইনি স্থায়ী মর্যাদা দেওয়ার কর্মসূচি ‘প্যারোল ইন প্লেস’ অসাংবিধানিক ঘোষণার আবেদন করে মামলা দায়ের করেন ফেডারেল আদালতে। ২৩ অগাস্ট শুক্রবার টেক্সাসের টাইলার ফেডারেল আদালতে এ মামলা দায়ের করা হয়। দায়েরকৃত মামলাটি ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) সেক্রেটারি আলেজান্দ্রো মায়োরকাস এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে ‘স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে’ একটি নাগরিকত্বের পথ তৈরি করেছেন। মামলায় আরো অভিযোগ করা হয়েছে, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি প্যারোলের অপব্যবহার করছে। এ কর্মসূচির অধীনে গত ১৯ আগস্ট সোমবার থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস। অনেক অভিবাসী যারা আইনতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিয়ে করেছেন, তারা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ‘প্যারোল ইন প্লেস’ প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে পারবেন। এ প্রক্রিয়া তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতিও দেবে। সেই সঙ্গে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে এবং শেষ পর্যন্ত নাগরিকত্বের পথে যেতে সক্ষম হবেন।

টেক্সাসের মামলায় বলা হয়েছে, স্টেট অবৈধভাবে অবস্থানরত শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা প্রদান করতে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে। এছাড়াও টেক্সাস স্টেট প্রতি বছর বেড়ে যাওয়া অপরাধ, বেকারত্ব, পরিবেশগত ক্ষতি এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে তার স্টেট কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। কর্মসূচির উপকারভোগীরা কর্ম অনুমোদনের যোগ্য হবেন, সেই অতিরিক্ত কর্মীরা টেক্সাসের বাসিন্দাদের মজুরি কমিয়ে দেবে, যা রাজ্য এবং তার নাগরিকদের সরাসরি ক্ষতি করবে বলে মামলার আবেদনে বলা হয়েছে। আমেরিকানস ফর ইমিগ্র্যান্ট জাস্টিসের অভিবাসন আইনজীবী ইভলিন উইজ এ মামলাটিকে একটি ‘আক্রমণ’ বলে অভিহিত করেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রে বছরের পর বছর ধরে তাদের সম্প্রদায়ে অবদান রাখা পরিবারগুলোর বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, এ পরিবারগুলোকে ছিন্ন করতে এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্রে আইনি মর্যাদা লাভের পথ থেকে বিরত রাখতে চাওয়া নিষ্ঠুর এবং অভিবাসনবিরোধী চরমপন্থার প্রতিফলন।

রিপাবলিকানরা এ কর্মসূচিকে নির্বাচনী বছরে বিতর্কিত করে তুলছে। যেখানে অভিবাসন তাদের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যু। অনেক রিপাবলিকান এ নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, এটি মূলত আইন ভঙ্গকারী মানুষদের জন্য। টেক্সাস অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্সটন এক বিবৃতিতে বলেন, এ পরিকল্পনা সংবিধান লঙ্ঘন করছে এবং টেক্সাস ও আমাদের দেশের ক্ষতি করছে-এমন অবৈধ অভিবাসন দুর্যোগকে আরো খারাপ করছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র নারি কেটুডাত বলেন, আদালতের নির্দেশে তার সংস্থাটি প্রক্রিয়ার অধীনে মামলাগুলির অনুমোদন আপাতত বন্ধ করেছে। ‘কিপিং ফ্যামিলিজ টুগেদার’ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের এবং তাদের পরিবারগুলিকে বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই বসবাস করতে সক্ষম করে। যা মৌলিক আমেরিকান মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। “ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানাবে। এজন্য আদালতে ‘কিপিং ফ্যামিলিজ টুগেদার’ নীতির পক্ষে লড়াই করার সময় পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ার শুধু আবেদন গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

ফ্লোরিডা অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাশলি মুডি এক বিবৃতিতে জানান, ফ্লোরিডা স্টেট ‘প্যারোল ইন প্লেস’ নীতির বিরুদ্ধে আদালতে চ্যালেঞ্জ করছে। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন বাইডেন প্রশাসন ‘প্যারোল’ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের উন্মুক্ত সীমান্ত নীতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। এ মামলায় সহ-আইনজীবী হিসেবে কাজ করছে কনজারভেটিভ অলাভজনক সংগঠন আমেরিকা ফার্স্ট লিগ্যাল, যা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিফেন মিলারের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র মাইরা আলেজান্দ্রা বলেন, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কোর্টে ‘কিপিং ফ্যামিলিস টুগেদার’ প্রোগ্রামটি রক্ষা করবে।

এক প্রতিক্রিয়ায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পে’র হোয়াইট হাউসের অভিবাসন (সাবকে) পরামর্শক স্টিফেন মিলার, আদালতের আদেশের প্রশংসা করে একটি বিবৃতিতে বলেছেন,এটি আমাদের আদালতের লড়াইয়ে একটি বিশাল বিজয়। বাইডেন-হ্যারিসের নির্বাহী আদেশ অবৈধভাবে আমেরিকার নাগরিকত্বের পথে নিয়ে যাচ্ছে ।

এদিকে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাঞ্জেলো ফার্নান্দেজ হের্নান্দেজ রিপাবলিকানদের ‘রাজনীতি খেলা’ বলে সমালোচনা করেছেন এবং মামলাটিকে পরিবারের বিচ্ছেদের আরেকটি রূপ বলে অভিহিত করেছেন।

এই অস্থায়ী স্থগিতাদেশের প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন এক বিবৃতিতে জানান, টেক্সাসের একক ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট দ্বারা দেওয়া রায় ভুল। এই পরিবারগুলোকে অযথা বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়, তারা একত্রে থাকার সুযোগ পাওয়া উচিত এবং আমার প্রশাসন তাদের পক্ষে আইনী লড়াই চালিয়ে যাবো।

এফডব্লিউডি-ইউএস নামক দ্বিদলীয় অভিবাসন এবং অপরাধমূলক বিচার সংস্থা এক বিবৃতিতে বলেছে, এ কর্মসূচি আইনসম্মত। এ মামলার পেছনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পরিবারের বিচ্ছেদ ঘটানো এবং নৃশংস রাজনীতির সুযোগ নিয়ে বিচারককে অভিবাসনবিরোধী আন্দোলনের পক্ষপাতিত্ব করার আশায় মামলা করা। জাস্টিস অ্যাকশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক কারেন টামলিন এ আইনি চ্যালেঞ্জকে অপ্রত্যাশিত বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এটি অত্যন্ত হতাশাজনক ও নিষ্ঠুর। তিনি বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এখন পর্যন্ত কিছু পরিবর্তন হয়নি, প্রক্রিয়াটি এখনো খোলা রয়েছে এবং আবেদন গ্রহণ করছে। এ কর্মসূচির যোগ্য হওয়ার জন্য, অভিবাসীদের অবশ্যই অন্তত ১০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে হবে এবং কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি বা অপরাধমূলক ইতিহাস নেই, তা প্রমাণ করতে হবে। আবেদনকারীকে ৫৮০ ডলার ফি দিতে হবে এবং একটি দীর্ঘ আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। যদি আবেদন অনুমোদিত হয়, আবেদনকারীদের তিন বছরের সময় দেওয়া হবে স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করতে। সে সময়ের মধ্যে তারা কাজ করতে সক্ষম হবেন।

প্রশাসনের মতে, প্রায় ৫ লাখ মানুষ এ কর্মসূচির জন্য যোগ্য হতে পারে এবং তাদের প্রায় ৫০ হাজার সন্তানও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এ কর্মসূচি চালু হওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানরত লোকদের জন্য গ্রিনকার্ড পাওয়া জটিল ছিল, এমনকি তারা একজন মার্কিন নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিত হলেও। তারা প্রায়ই তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হতো, যা অনেক সময় বছর ধরে চলতে পারে এবং তারা সব সময় ঝুঁকির মধ্যে থাকতো যে, তাদের আর ফিরে আসার অনুমতি না-ও দেওয়া হতে পারে।

বিএনপির নেতাদেরকে বলছি-

(২৯ এর পাতার পর) চালাবে তাদের প্রধানমন্ত্রী কে! বিএনপিকে এখন এ বিষয়টা স্পস্ট করতে হবে।

যদি বলেন নেত্রী না পারেন তার ছেলে আছে, এই প্রশ্নে অনেকের রিজার্ভেশন আছে। খোলাখুলিভাবেই বলা যায়, প্রথমত: পরিবারতন্ত্রের বৃত্ত থেকে রাজনীতিকে বের করে আনার একটা জনআকাংখা আছে। দ্বিতীয়ত: যে প্রশ্ন- বাংলাদেশের মত ১৮ কোটী মানুষের একটা দেশের সরকার পরিচালনার মত সেই যোগ্যতা কি তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করতে পেরেছেন। বা পারবেন এমন কোন বিশ্বাষযোগ্য প্রমান রাখতে পেরেছেন! তারুন্যের অহংকার তিনি দলের মধ্যে, আপামর জনসাধারনের মধ্যে কি তেমন কোন ভাবমূর্তি তৈরী হয়েছে।

এই অস্পস্টতাগুলো দুর করতে না পারলে কিন্তু এক সময় মানুষ বিকল্প ভাবতে শুরু করবে। বিএনপির উচিত এখন থেকে মানুষকে বিশ্বাষ করানো যে তারা ভবিষ্যৎ সরকার পরিচালনায় পুরোপুরিভাবে সক্ষম। বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করিয়ে এনে বেগম জিয়াকে সীমিত পরিসরে হলেও রাজনীতিতে সক্রিয় করা। মানুষকে ধারনা দেওয়া, তিনিই তাদের নেতা। তিনিই তাদের প্রধানমন্ত্রী।

কৌশলে পা ফেলতে হবে। হিসাবে ভুল করলে কিন্তু খাদে পড়ে যেতে হবে!

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ঐক্যের আহবানে ফোবানা সম্মেলন শেষ

(১৩ এর পাতার পর) সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটর ড. গাজালা এফ হাশমী, ভার্জিনিয়া স্টেটের একমাত্র বাংলাদেশী সিনেটর সাদ্দাম আজলান সেলিম, আর্লিংটন কাউন্টি বোর্ডের সদস্য সুসান কুনিংহাম, রিজিওনাল ডাইরেক্টর তানিয়া ট্যালেন্টো, ইউএস সিনেটর মার্ক ওয়ার্নার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান রোকেয়া হায়দার, স্কটল্যান্ড থেকে আগত অতিথি স্কটিস পার্লালামেন্টের সদস্য ফয়সল চৌধুরী, ফোবানা সম্মেলনের চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আলমগীর, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি আবীর আলমগীর, প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু, আহ্বায়ক রোকসানা পারভীন ও সদস্য সচিব আবু রুমি, নির্বাহী কমিটির সহ সভাপতি মাসুদ রব চৌধুরী, যুগ্ম এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি খালেদ রউফ, ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিফ প্রমুখ। ফোবানার'র এই অংশের চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আলমগীর, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আবীর আলমগীর, সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট নুরুল আমিন নুরু, আহবায়ক রোকসানা পারভীন ও সদস্য সচিব আবু রুমি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন আশিম রানা, শিমা খান, তসলিম হাসান, দিনার মনি, উৎপল বড়ুয়া, শিমুল ঘোষ, দিথি আনোয়ার, রেশমি মির্জা, তোশিবা, প্রিংবদা ব্যানার্জী ও আরজিন কামাল প্রমুখ শিল্পীরা। এছাড়াও শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেলে 'ব্লাক টাই ডিনারে' অংশ নেন অতিথিবৃন্দরা। এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন স্বাগতিক সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি)।

শনিবারের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় একাত্তর ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আমেরিকান আইটি প্রফেশনালস অর্গানাইজেশন (বাইটপো), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যানসাস, বিজ্ঞান মেলা শিশুদের স্বীকৃতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ পেনসিলভেনিয়া, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার হ্যারিসবার্গ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ মিসৌরি, আটলান্টা কালচারাল সোসাইটি, স্বাধীন বাংলা সাংস্কৃতিক সংগঠন (ভিএ), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক (বাই), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ফিনিক্স (বিএপি), অপারাজেয় বাংলা (ভিএ), বর্ণমালা স্কুল প্রভৃতি সংগঠন।

অনুষ্ঠানে রবি শঙ্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেতার বাজিয়ে শোনান সম্ব্রত রক্ষিত, তবলায় সঙ্গত করেন দেবী নায়ক। শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রোমেল খান, মোমো, স্বপ্নীল সজিব, অনিমা ডি'কস্স্ত, বিউটি দাস ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ।

রোববারের অনুষ্ঠানে অংশ নেন- ইয়ুথ ট্যালেন্ট রিকগনিজেশন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া, সিংগিং স্টার পারফরম্যান্স, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ মিশিগান, বাংলাদেশ থিয়েটার অব হিউস্টন, বৃহত্তর শিকাগোর বাংলাদেশ কমিউনিটি, আটলান্টা (দুটি সংস্থা), ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি ইলা শোব এবং স্নেহা সোহা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ গ্রেটার কানসাস সিটি, সুন্দরবন (ফেরদৌস ইকরাম), ড্রামা সার্কেল ও বাংলা স্কুল (বিসিসিডিআই)। অনুষ্টানে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন ও অবদানের জন্য লতা মুঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান জেনিথ এশা সমাদ্দার কথা, তনুশ্রী দত্ত, তরুণ তারকা পারফরম্যান্স-পিউলী ঘোষ। রাতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আঁখি আলমগীর, মোজা ও জেফার। অনুষ্ঠানের মাঝে সমাজের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিসহ পৃষ্টপোষোকদের হাতে পদক তুলে দেন *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

পররাষ্ট্র সচিব মোমেনের বিদায়

(শেষ পাতার পর) ফরেন সার্ভিস একাডেমির কর্মকর্তাদের যোগদানকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। অনেকে অংশ নিতে পারেননি। সূত্র বলছে, কাউকে ভারপ্রাপ্ত না করেই বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আচমকা দায়িত্ব ছাড়েন পররাষ্ট্র সচিব। তার দপ্তরের দাবি তিনি রিজাইন বা পদত্যাগ করেননি, চার্জ রিলিংকুইশ করেছেন অর্থাৎ দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছেন। সচিবের চুক্তি বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে এমন বার্তা পেয়ে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে গেছেন জানিয়ে রাতে এক কর্মকর্তা বলেন, নীতিনির্ধারকদের সিগন্যাল পেয়েই সচিব বিদায় নিয়েছেন। এটা তার জন্য মর্যাদাকর হয়েছে। সোমবার থেকে তার অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) শুরু হবে।

সূত্র মতে, চুক্তি বাতিলের আগে সচিব মোমেনের তড়িঘড়ি বিদায় নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। অবশ্য অনাড়ম্বর বিদায় অনুষ্ঠানের পরও বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। অনুষ্ঠান শেষে অন্তর্বতীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন অবশ্য এ নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সচিবের চুক্তি বাতিলের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। নোটিশ বা প্রজ্ঞাপন জারির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, আজকালের মধ্যে বাতিলের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। প্রশ্ন উঠেছে এই মুহূর্তে তাহলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব কে? জবাব মিলেনি। প্রশাসন সূত্র বলছে, সচিবের চুক্তি বাতিল না হওয়ায় কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বাতিলের পর যত দ্রুত সম্ভব ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিবের নাম ঘোষণা এবং নোটিশ জারি হবে। চুক্তি বাতিলের আগে কেন তাকে তড়িঘড়ি বিদায়? কাউকে সচিবের দায়িত্ব না দেয়ায় বিদেশে কি বার্তা যাবে? এমন নানা প্রশ্নের উত্তর নেই। কেন এই পরিস্থিতি? এমন প্রশ্নে এক কর্মকর্তা বলেন, ২০২২ সালের নভেম্বরে পেশাদার কূটনীতিক মাসুদ বিন মোমেন অবসরে যান। কিন্তু বিদায়ী শেখ হাসিনা সরকার তাকে ২ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে রেখে দেন। যার প্রতিদান দিতে পেশাদার ওই কূটনীতিক তৎপর হয়ে ওঠেন। পেশাদারিত্বের বদলে বিবেক-বিবেচনাহীনভাবে তিনি হাসিনার শাসনকে পোক্ত করার পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখেন। সর্বশেষ ছাত্র-জনতার সর্বাত্মক আন্দোলনের বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ অবস্থান ছিল তার। হেলিকপ্টার থেকে গুলির ঘটনা অস্বীকারের চেষ্টা যার উদাহরণ। এজন্য ৫ই আগস্ট পটপরিবর্তনের পর থেকেই পররাষ্ট্র সচিবের বিদায়ের আওয়াজ ওঠে। তিনিও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অবশেষে রোববার সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয় ছেড়ে যান তিনি।

উল্লেখ্য, পররাষ্ট্র সচিব হলেন বাংলাদেশ সরকারের একজন সিনিয়র কূটনীতিক। তিনি সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কিন্তু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট করার দায়বদ্ধতা রয়েছে তার। ২০২৪ সালে জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত ডামি নির্বাচন নিয়ে দিল্লিতে পররাষ্ট্র সচিবের দৌড়ঝাঁপের কারণে তাকে 'অ্যাক্টিভিস্ট ডিপ্লোম্যাট' বলে আখ্যা দেয় ইন্ডিয়ান মিডিয়া। স্মরণ করা যায়, ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশের ২৬তম পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেন। পরে তাকে সিনিয়র সচিব করা হয়।

জাবেদ উদ্দিন সহ সভাপতি,

(শেষ পাতার পর) করা হয়েছে। এছাড়া এ সভায় বাংলাদেশের বন্যাদূর্গতদের সহায়তায় অনুদান সংগ্রহ করা হয়। গত ২৫ আগস্ট রোববার সন্ধ্যায় সিটির ব্রঙ্কসের নিরব পার্টি হলে সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় যৌথ সভায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাষ্টি সদস্য বদরুন নাহার খান মিতা, সদরুন নূর, সৈয়দ নাজমুল হাসান কুবাদ, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ লোকমান হোসেন লুকু, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শফিউদ্দিন তালুকদার, সহ-সভাপতি শামীম আহমেদ, সংগঠনিক সম্পাদক জিল্লুর রহমান খান, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বোরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদ খান, কার্যকারী পরিষদের সদস্য দেলোয়ার হোসেন মানিক ও হুমায়ুন কবির সোহেল প্রমুখ।

সভার শুরুতেই বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত ও শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

সূচনা বক্তব্যে সভাপতি বদরুল খান জানান, গত ২৮ এপ্রিল ২০২৪ সহ সভাপতি বশির খান কে দেয়া কারণ দর্শানোর নোটিসের উত্তর না দেওয়ায় যৌথ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে সহ সভাপতির এই পদটি শূন্য বলে গৃহীত করা, এছাড়াও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সূদীপা চৌধুরীকে কারণ দর্শনোর নোটিসের উত্তর না দেওয়ায় তার পদটিকে শূন্য বলে গৃহীত করা হয়। কার্যকরী সদস্য মিজানুর রহমান তার পদ থেকে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করলে এই পদটি শূন্য বলে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে যৌথ সভার সর্বসম্মতিক্রমে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব আমেরিকা ইনকের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনকে সহ সভাপতি (মৌলভীবাজার) পদে এবং কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার) পদে মোহাম্মদ ফজল খানকে মনোনীত করা হয়। এছাড়াও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে সারা উদ্দিনকে মনোনীত করা হয়।

সভায় কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপকমিটির আরো একজন সদস্য নেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নতুন গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটির সদস্য হলেন মিনহাজ আহমেদ (সাম্মু)।

বাংলাদেশে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জানালাবাদ এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহ চলমান রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং প্রবাসের সকল জালালাবাদবাসীকে সিলেটবাসীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়। তাৎক্ষনিকভাবে কার্যকারী পক্ষ থেকে ৩ হাজার ডলার সংগ্রহ করা হয়। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নবান্ন রেস্টুরেন্টে শূন্য পদে নতুন মনোনীত সদস্যদের শপথ গ্রহণ ও অপূর্ণাঙ্গ কমিটির পরিচিতি সভা আনুষ্ঠিত হবে। *-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।*

নিউইয়র্কে বিনা ভাড়ায়

(শেষ পাতার পর) দিয়ে বাসে চড়ায় একাধিক ব্যাক্তিকে জরিমানাও করেছে।

এনওয়াইসি ট্রানজিট প্রেসিডেন্ট ডিমেট্রিয়াস ক্রিচলো জানান, 'যারা ভাড়া দিচ্ছেন তারা অভিযোগ করছেন যে অন্যরা বিনামূল্যে ভ্রমণ করছে। এর পাশাপাশি ভাড়া ফাঁকির কারণে প্রতি বছর বিপুল পরিমানে রাজস্ব হারিয়ে লোকসান গুণছে এমটিএ।'

নিউইয়র্ক সিটি জানিয়েছে, এরই মধ্যে সিটির মেয়র ফেয়ার ফেয়ার্স এবং ভাড়া কমানোর প্রোগ্রাম সম্পর্কে তথ্য জানাচ্ছে অধিবাসীদের। একই সাথে নিউইয়র্ক সিটির অন্তত ১৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষের জন্য এই বছর ফেয়ার ফেয়ার্স প্রোগ্রাম সম্প্রসারিত করেছে। এরপরও ভাড়া ফাঁকি দিচ্ছে যাত্রীরা। এ অবস্থায় অভিযান যেখানে ভাড়া না দিয়ে বাসে উঠলে টিকিট দেয়া হবে, যার জন্য ১০০ ডলার জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

এনওয়াইপিডি চিফ মাইকেল ক্যাম্পার জানালেন, 'এ সপ্তাহ জুড়ে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড, ম্যানহাটন এবং ব্রঙ্কসে। এর পরের সপ্তাহে কোথায় ছদ্মবেশ ধারণ করে জরিমানা করা হবে কে জানে?' সংস্থার অনুমান, যাত্রীদের অর্ধেক নিয়মিতভাবে বাসের ভাড়া দেয় না। এটি ট্রানজিট পরিচালনা করতে বছরে শতকরা কয়েকশো মিলিয়ন ডলার ক্ষতির কারণ।

তাওহীদের বাস্তব নিদর্শন

(২৩ এর পাতার পর) বলেন, "এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমি এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় চরিয়ে দিয়েছি এবং তারপর এদের জন্য ঠিক তেমনি আরো নৌযান সৃষ্টি করেছি যেগুলোতে এরা আরোহণ করে। আমি চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দেই, এদের কোন ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকবে না এবং কোনভাবেই এদেরকে বাঁচানো যেতে পারে না। ব্যস, আমার রহমতেই এদেরকে কূলে ভিড়িয়ে দেয় এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবনের দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ দিয়ে থাকে।"(সুরা ইয়সীন:৪২-৪৪)

২৮. এ বাক্যটির দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, "যাতে এরা খেতে পারে তার ফল এবং সে জিনিসগুলো, যা এদের নিজেদের হাত তৈরী করে । " অর্থাৎ প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে এরা নিজেরা যেসব কৃত্রিম খাদ্য তৈরী করে যেমন রুটি, তরকারী, মুরব্বা, আচার চাটনি এবং অন্যান্য অসংখ্য জিনিস।

ঐক্যের আহবানে ফোবানা সম্মেলন শেষ হলেও বিভক্তি থাকলোই

(১৪ এর পাতার পর) ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সকল বাংলাদেশী ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের অধিকার আদায় সহজ হবে।

সেমিনার পর্বে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ডা. মাসুদুর রহমান। এছাড়াও 'গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ এবং করনীয়' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক-লেখক সাঈদ তারেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ। এই পর্ব পরিচালনা করেন সাংবাদিক রিমন ইসলাম। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আখি আলমগীর ছাড়াও বাউল কালা মিয়া, চন্দন চৌধুরী, কৃষ্ণা তিথি, শশী, ত্রিনয়না হাসান, প্রেমা, নাজুয়া আকন্দ, লুমিন, অমিত, শিল্পী দম্পতি প্রমি-তাজ প্রমুখ।

ম্যারিল্যান্ড ফোবানা সম্মেলন:

ম্যারিল্যান্ডের হোটেল হিলটন গেইটসবার্গে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইনক। এই সম্মেলনের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ আর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী হচ্ছেন কাজী সাখাওয়াত হোসেন আযম। শনিবারের সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ ছাড়াও অনিক রাজ প্রমুখ শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীরা দলীয় নৃত্য পরিবেশন করেন। উল্লেখ্য, ফোবানা'র ইতিহাসে মেরিল্যান্ডে এবারই প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ভার্জিনিয়া ফোবানা সম্মেলন:

'চেতনায় বাংলাদেশ' গত শুক্রবার ৩০ আগস্ট থেকে ভার্জিনিয়া আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেলে শুরু হওয়া উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের বাংলাদেশীদের মিলনমেলা হিসেবে পরিচিত ফোবানা সম্মেলন শেষ হয়েছে রোববার (১ সেপ্টেম্বর) মধ্যরাতে। ভার্জিনিয়ার প্রাণকেন্দ্র আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেলে এবারের ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ভয়েস অব আমেরিকার কিংবদন্তী সাংবাদিক ইকবাল বাহার চৌধুরী। সম্মেলনে যোগ দিতে গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি অঙ্গরাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে হাজারো দর্শক সম্মেলন উপভোগ করেন। ফোবানার আয়োজকরা জানান, উত্তর আমেরিকার ৮৬টি সংগঠন এবারের সম্মেলনে অংশ নেন।

শুক্রবার সন্ধায় বাংলাদেশ, আমেরিকান ও কানাডার জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ৩৮তম ফোবানার উদ্ভোধনী অনুষ্টানের শুভ সুচনা হয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি (বাগডিসি) বান্টের শিল্পীরা বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার (তিন দেশের) জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এতে অংশ নেন অঙ্কিতা বড়ুয়া, অবন্তী বড়ুয়া, পিউলী ঘোষ, রাজদীপ ঘোষ, হোসেন ইসলাম, জয়নব ইসলাম ও আনন্দী বড়ুয়া।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত বাংলাদেশীরাও একদিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেবেন। এজন্য তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকারদের ঐক্যের উপর গুরুত্বরোপ করে বলেন, প্রবাসে এমন সম্মেলন করে নতুন প্রজন্মদের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে উৎসাহ দিতে হবে। তাহলেই ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের মত বাংলাদেশীরাও একদিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেবেন।

১৯৮৭ সালে কীভাবে ফোবানা'র প্রথম বাংলাদেশ সম্মেলন হয়েছিলো সেই ইতিহাস তুলে ধরে ইকবাল বাহার চৌধুরী বলেন, ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের বসবাসকারী মানুষরা এখানে বঙ্গ সম্মেলন করতো। সেই আইডিয়া থেকেই আমরা বেশ কয়েজন মিলে প্রথম বাংলাদেশ সম্মেলন শুরু করি। প্রথম সম্মেলন হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে। দ্বিতীয় সম্মেলন নিউইয়র্কে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সম্মেলন হয়েছিল যথাক্রমে বোস্টন ও টেক্সাসে। এরপর হাঁটিহাঁটি পা পা করে আজ ফোবানার ৩৮তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে উদ্বোধন করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেন।

শামীম চৌধুরী ও আবীর আলমগীরের যৌথ *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

ছোট প্রতিনিধি দল নিয়ে জাতিসংঘে

(প্রথম পাতার পর) মধ্যে যেকোনদিন নিউইয়র্ক এসে পৌছবেন। তবে দিন-তারিখ এখনো চুড়ান্ত হয়নি। তবে তাঁর সফর হবে খুবই সংক্ষিপ্ত।

এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ঢাকা বলেছেন, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে নিউইয়র্কে যাবেন অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একটি ছোট বহর নিয়ে সেখানে যাবেন তিনি। অপ্রয়োজনীয় কেউ এই সফরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যাবেন না। সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। তৌহিদ হোসেন বলেন, মোটামুটি একটা ছোট প্রতিনিধিদল যাবে। আমরা বিশাল প্রতিনিধিদল নিয়ে যাব না। প্রধান উপদেষ্টা যত কত সময়ে সম্ভব সেখানে কাজ শেষ করার চেষ্টা করবেন। এই সফরের মেয়াদ যাওয়া-আসার সময় মিলিয়ে এক সপ্তাহের বেশি না।

প্রতিনিধি দলে কতজন এবং কারা থাকছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, চূড়ান্ত সংখ্যাটা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারব না। এটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে একটা ছোট প্রতিনিধিদল যাবে। একেবারে ফাংশানাল যাদের প্রয়োজন আছে, সাধারণত যাদের কাজ আছে, শুধু তারাই যাবে। এদিকে বাংলাদেশের সরকার প্রধান প্রফেসর ড. ইউনূসের নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা প্রদানের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এব্যাপারে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

ঐক্যের আহবানে ফোবানা সম্মেলন শেষ হলেও বিভক্তি থাকলোই

ভার্জিনিয়া: ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়ট হোটেলে **অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলন**

PROBASHI BANGLADESHI FORUM INC.

New York, NY
jtvuniverse@gmail.com
1 (917) 714-2360

প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের মতবিনিময় ও প্রবাসীদের দাবি আদায়ের সভা

জীবিন জীবিকাসহ নানা কারণ আর প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। দেশ ত্যাগ আসলে রক্তক্ষরণের বিষয়। তারপরেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং দায়বদ্ধতার কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকারই প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলেন, নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্যি তারা প্রবাসীদের কোন স্বার্থই রক্ষা করেননি। প্রবাসীদের সাথে তারা বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন। আমরা প্রবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিটি সরকারকে আমাদের প্রাণের দাবি ১২ দফা নানা সময়ে উপস্থাপন করেছি। আপনারা জানেন বর্তমানে দেশে আন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কোন দলীয় সরকার নয়। ছাত্রজনতার প্রত্যাশিত রাষ্ট্র সংস্কারের সরকার। যে সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী বাংলাদেশীদেরও বিরাট ভূমিকা ছিলো। তাই আমরা আশাবাদী এই সরকার আমাদের দাবিসমূহ পূরণ করবেন। আমরা আমাদের দাবিসমূহ তাদের কাছে উপস্থাপন এবং প্রেরণ করতে চাই। সেই লক্ষ্যে সকল শ্রেণী পেশার প্রবাসীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪
সময়: বিকেল ৫:০০টা

স্থান: জুইস সেন্টার (জ্যাকসন হাইটস)
37-06 77th St, Jackson Heights, NY 11372

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি : জনাব খালেদ মহিউদ্দিন
জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ,সিইও এবং এডিটর ইন চিফ ঠিকানা টেলিভিশন।

আমাদের দাবিসমূহ

০১. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু
০২. নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (ন্যাশনাল আইডি কার্ড) চালু করা, যা ইতিমধ্যেই ব্রিটেনে চালু হয়েছে।
০৩. নিউইয়র্ক সহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট প্রদান করার ব্যবস্থা করা।
০৪. দেশের বসুন্ধরাসহ ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা
০৫. ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা।
০৬. দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা।
০৭. বাংলাদেশের অফিস-আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা ও প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় চালু করা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যকর করা।
০৮. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে গড়ে উঠা অর্থনীতির লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করাসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা
০৯. প্রিয় জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপদের ব্যবস্থা করা
১০. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘরবাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা
১১. কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা এবং
১২. যেকোনো প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ বিনা খরচে দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা

যোগাযোগ:

646-260-4212, 347-863-8971, 646-247-2657, 718-687-2470, 914-303-9433, 646-388-2229, 347-283-9556, 917-580-6324, 917-601-1650, 347-666-7565, 347-476-6527, 646-606-8775 I 917-714-2360

উক্ত মতবিনিময় সভায় আপনারা সকলে আমন্ত্রিত।

(প্রথম পাতার পর) হচ্ছে ক্যানাডিয়ান সলিডারিটি। এদিকে বিভক্ত ফোবানা সম্মেলনগুলোর অনুষ্ঠানমাল মধ্যে সেমিনার, কাব্য জলসা, ফ্যাশন শো, রকমারী স্টল প্রভৃতি থাকলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিলো বেশী। ফলে সম্মেলনগুলো 'সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' পরিণত হয়। সম্মেলনগুলোতে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কুমার বিশ্বজিৎ, রিজিয়া পারভীন, বাদশা বুলবুল, দিনাত জাহান মুন্নী, ডলি সায়ন্তনী, আখি আলমগীর, বাউল কালা মিয়া, সুলতানা ইয়াসমীন লাইলা, বিপ্লব সহ আরো অনেকে। পাশাপাশি প্রবাসের নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের একক ও দ্বৈত নৃত্য দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তিনদিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলনের কথা বলা হলেও মূল অনুষ্ঠানমালা হয় শনিবার ও রোববার।

উত্তর আমেরিকার লেবার ডে উইকেন্ড ঘিরে নিউইয়র্ক ছাড়াও মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও মিশিগানের ডেট্রয়েটে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার (৩০ আগষ্ট) থেকে শুরু হওয়া সম্মেলনগুলোর কর্মকান্ড চলে রোববার (০১ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত। সম্মেলনগুলোর অনুষ্ঠানমাল মধ্যে ছিলো সেমিনার, কাব্য জলসা, ফ্যাশন শো, রকমারী স্টল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। তবে তিনদিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলনের কথা বলা হলেও মূল অনুষ্ঠানমালা হয় শনিবার ও রোববার। এদিকে

মিশিগান: মিশিগানে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলন

ফোবানা বিভক্ত হওয়ার ফলে সম্মেলনগুলোতে প্রবাসীদের উপস্থিতি কম পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে বিভক্ত নয়, ফোবানাকে এক ছাতার তলে আনার জন্য সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীরা দাবী জানিয়েছেন। সম্মেলনগুলোর আয়োজক সংগঠন ও কর্মকর্তারাও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু কিভাবে ফোবানা ঐক্যবদ্ধ হবে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

ফোবানা সম্মেলনগুলো থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, সম্মেলনের শেষ দিন অর্থাৎ রোববার গভীর রাত পর্যন্ত চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কুমার বিশ্বজিৎ, রিজিয়া পারভীন, বাদশা বুলবুল, দিনাত জাহান মুন্নী, ডলি সায়ন্তনী, আখি আলমগীর, বাউল কালা মিয়া, সুলতানা ইয়াসমীন লাইলা, বিপ্লব প্রমুখ। দেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের গান পরিবেশনের সময় দর্শক-শ্রোতারা নেচেগেয়ে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেন। পাশাপাশি প্রবাসের নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের একক ও দ্বৈত নৃত্য দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অপরদিকে সম্মেলনগুলোর বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে প্ল্যাক *(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)*

ঐক্যের আহবানে ফোবানা সম্মেলন শেষ হলেও বিভক্তি থাকলোই

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলন

ম্যারিল্যান্ড: ম্যারিল্যান্ডের হোটেল হিলটন গেইটসবার্গে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলন

(১৪ এর পাতার পর) দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আবার মূলধারার কোন কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধর পক্ষ থেকে সাইটেশন বা প্রোকশোমন প্রদান করা হয়।

তবে সেমিনার, আলোচনা, কাব্য জলসা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলোর চেয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা ছিলো বেশ লক্ষনীয়। যদিও আয়োজকদের দাবী সম্মেলনগুলোতে তারা আশানরূপ দর্শক-শ্রোতার সাড়া পেয়েছেন। সচেতন প্রবাসীদের মতে ফোবানা সম্মেলন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নির্ভর হয়ে উঠেছে।

সিনিয়র সাংবাদিক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান মনে করেন বিভক্তির কারনে ফোবানা সম্মেলন তার লক্ষ্য ও ঐতিহ্য হারিয়ে 'কনসার্ট অনুষ্ঠান'-এ পরিণত হয়েছে। রোববার টাইম টেলিভিশন-এর লাইভ টক শো 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

এদিকে নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলনের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ বলেছেন, আমরা আশা করছি আগামী বছর আবার নিউইয়কেই ফোবানা সম্মেলন হবে। তাদের ফোবানা স্টীয়ারিং কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, আগামী বছরের নিউইয়র্কের সম্মেলনে অন্য ফোবানা যোগ দেবে এবং এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই ফোবানা ঐক্যবদ্ধ হবে। এজন্য তিনি সবাইকে এক সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

নিউইয়র্ক ফোবানা সম্মেলন:

নিউইয়র্কের ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ম্যারিয়ট নিউইয়র্ক লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট হোটেলে। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এবিসিসিআই)। শুক্রবার সন্ধ্যায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। এতে চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী দেওয়ান এ আজিম জুয়েল, প্রধান উপদেষ্টা ডা. মাসুদুর রহমান, কনভেনর আসিফ বারী টুটুল, সদস্য সচিব ফাহাদ সোলায়মান প্রমুখ। শনিবার সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওমেন জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার। এছাড়াও ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজ কুমারের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধির মাধ্যমে ফোবানা কর্মকর্তাদের মাঝে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এসময় বক্তারা ফোবানা সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। গিয়াস আহমেদ তার বক্তব্যে ফোবানা সম্মেলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রবাসে বাংলাদেশীদের *(বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)*

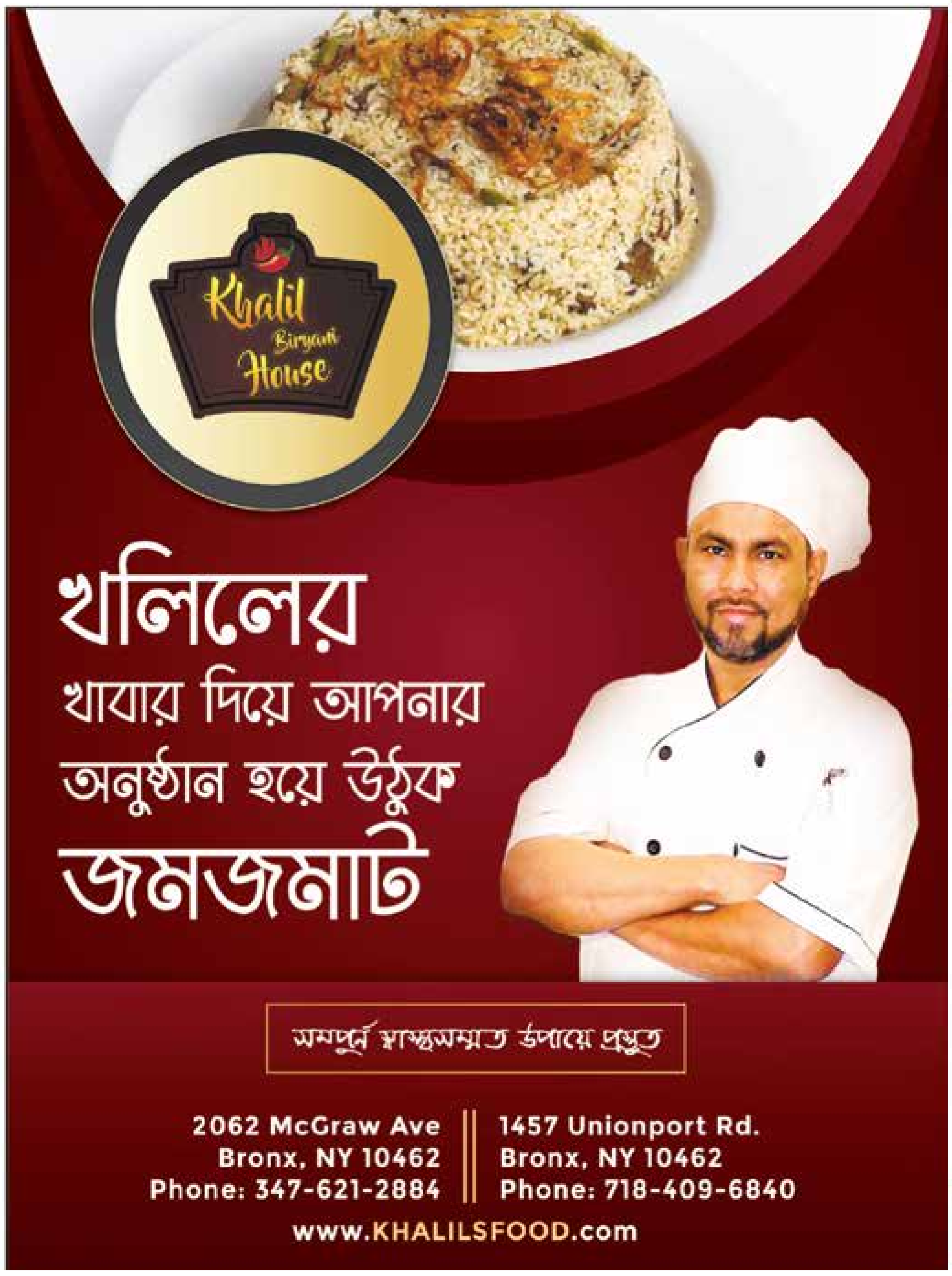

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের বনভোজনে মিলনমেলা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্ এর বনভোজনে সহস্রাধিক প্রবাসীদের উপস্থিতিতে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে মিলনমেলায় পরিণত হয়। রোববার ১ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আয়োজিত এ বনভোজনে আড্ডা, খেলাধূলা, আপ্যায়ন, র‍্যাফেল ড্র, সঙ্গীত পরিবেশন ও সাংস্কৃতিক বিনোদনে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সীতে বসবাসরত কুলাউড়াবাসী। এছাড়াও নিউইয়র্ক প্রবাসী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা অংশ নেন। বনভোজনে বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় অনুদান সংগ্রহ করা হয়। দিনভর এ মিলনমেলায় কুলাউড়াবাসী প্রবাসীরা পরিবার পরিজন নিয়ে অংশ নেন।
কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্ এর সভাপতি শাহ্ আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদ সুজনের যৌথ পরিচালনায় এ মিলনমেলায় উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা আবুল কালাম, মো. আব্দুছ সালাম, মাহি উদ্দিন, ডা. মুজিবুর রহমান, তজমুল আলী, মোশাহিদ জে. রাশেদ, এ এম চৌধুরী সফি। সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা ফারুক চৌধুরী, সাবেক সভাপতি শাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি আশরাফ আহমদ ইকবাল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসেন জালাল।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, প্রবাসী কমিউনিটি নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ উর রব, ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান সাবেক এমপি এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, কোষাধ্যক্ষ এম এ নওশাদ, বিশিষ্ট অ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, টাইম টেলিভিশনের সিও আবু তাহের, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, সাবেক সহ সভাপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী পারেক, সিপিএ জাকির আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য সাদি মিন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি সদস্য মিনহাজ আহমদ সাম্মু, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী, সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়শনের সভাপতি ফজলুর রহমান ফজলু, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি এবাদ চৌধুরী, নিউজার্সী কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোদাব্বির চৌধুরী সোলেমান, শামীম আহমদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মুমিন খালিক, কুলাউড়া উপজেলা শিক্ষক সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী, বিশ্বনাথ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শিহাব উদ্দিন ও সাবেক সাধার সম্পাদক মনির আহমেদ, শ্রীমঙ্গল সমিতির মুজিবুর রহমান লাভলু ও খলিলুর রহমান, কমিউনিটি নেতা মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, অ্যাড. জুনেল আহমদ, শাহান খান, এমসি এ্যালোমানাই সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন প্রমুখ।
দিনভর সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় উপস্থিত সকলকে বাংলা গানে মাতিয়ে রাখেন সংগীত শিল্পী চন্দ্রা রায়।
কার্যকরী কমিটির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শামীম আহমদ, প্রচার সম্পাদক এনামুল ইসলাম খানম মহিলা সম্পাদিকা মাহমুদ বেগম রুমা, কার্যকরী সদস্য বদরুল ইসলাম মিন্টু, ইমরুল হোসেন জেবুল ও মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান।
বনভোজনে র‍্যাফেল ড্রয়ের পুরস্কারদাতা: ১ম পুরস্কার (আইফোন) এটর্নী এট লো মঈন চৌধুরী, ২য় পুরস্কার (স্বর্ণের চেইন) সুয়েব আহমেদ, ৩য় পুরস্কার (স্বর্ণের চেইন) হারুনুর রশীদ তালুকদার, ৪র্থ পুরস্কার (আইপ্যাড) সাইফুল ভুইয়া, ৫ম পুরস্কার (স্বর্ণের দুল), জালাল উদ্দিন লিটন, ৬ষ্ঠ পুরস্কার (স্বর্ণের রিং) লুৎফুর রহমান ওয়াসিম, ৭ম পুরস্কার (অ্যাপল ওয়াচ) আবু তাহের চৌধুরী, ৮ম পুরস্কার (ল্যাপটপ) শামীম আহমদ, ৯ম পুরস্কার (অ্যাপল এয়ারপড) মো. চৌধুরী লিপন, ১০ম পুরস্কার (এয়ার ফ্রায়ার) তিতুমীর আলম রোমান, ১১ তম পুরস্কার (রাইস কুকার) আলী আহসান, ১২তম পুরস্কার (স্যুপ সেট) আপ্তাব সুপার মার্কেট।

চিত্রে কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের বনভোজনে মিলনমেলা

সাহিত্য সাময়িকী

প্রিয় মানবী
হাফিজ রশিদ খান

আল্লার বিশিষ্ট ইমারত তুমি অঙ্গসৌষ্ঠবের ধনে
মজবুত হাতে তোমাকে আমার ঘরে ধরে রাখি বিনম্র বচনে
নাক ফুলিয়ে করো না নিন্দা
আমার দৈন্যের আর
কম খরচের স্বভাবের

তুমি যথেষ্ট পড়েছ ঐশী বিশ্ববিদ্যালয়ে
নিজের নয়ন খুইয়ে পরের চোখে আমাকে দেখো না
উচ্চাভিলাষের গিলটি করা গৌরবে ভেসেছ বহুদিন
এই দরিদ্রকে তবুও অনেক বাসিয়াছ ভালো, সেও বুঝি আমি

আমার এই যে ঘামঝরা থালাভরা শাদা ভাত
পুদিনার ঘ্রাণ আর কাঁচামরিচের ঝাঁজে
শুঁটকির ভর্তায় মজেছ সোনার মেয়ে গো

আরও আনবো কলাপাতায় ঢাকা দূরের গাঁ থেকে
গোয়ালার কালো গাভির অজল দুগ্ধ
নির্ভেজাল থকথকে ঘিয়ের বয়াম
শাদা ভাতের গরম ভাপে খাবে তুমি সেহরিতে

একটু সবুর করো, প্রিয় মানবী আমার,
'শুভদিন আসবেই'.......

তাদের গান
এইচ বি রিতা

নদী যে রুদ্র আজ, ভাঙনের সুরে বাজে, বাড়ি ভেঙেছে তবু,
আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। বানের জলে ভাসে, তাদের স্বপ্নের
শেকল, তবু প্রাণের অদম্য জ্যোতিষ্ক, হারায়নি আলো।

মাটির ঘরে কাদায়, পা ডুবেছে, তবু হেঁটে, জানালার পাশে
দাঁড়ায়, যে আশা নিয়ে বাঁচে। জলে ডুবেছে ধান, অন্নহীন
আজকাল, তবু গেয়ে যাই গান, পেটের ক্ষুধার তাল।

বিধ্বস্ত গ্রামে আজ, চাঁদের আলো পড়ে, তবু আকাশে দেখে
যায়, রোদে ভরা সব প্রহর। জীবনের সাথে তবু, এই মৃত্যুর
খেলা, আমার মন জানে, তারা আজও ফুরাবে না।

ঝড়ের শেষে ওঠে, শান্তির মৃদু নিশ্বাস, তাদের বুকের
মাঝে, উঠবে নবীন বিশ্বাস। তবু লড়াই হবে, তবু উঠবে
আশার কল্লোল, বন্যার্তের হাতে, ফসল হবে মুকুল।

তাদের যাত্রা হবে, পুনর্বার নতুন বীজে, যে বীজে জন্মাবে
আশা, বাঁচার আশা মিশে। সেই আশার গান, গেয়ে যাবে
সকলে, বন্যার্তের লড়াই, ফুরাবে না কখনও।

প্রখর রোদে অপ্রীতির আদত বিলীন
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

কষ্টতো দ্বিগুণ হয় পিঁড়ি পেতে বসতে দিলে
ধারালো বর্শার সূচাগ্র পুনর্বার রক্তপাত ঘটায়
নির্লিপ্ত কষাঘাতে ঘাতকের কুম্ভীরাশ্রু বাতাসে
দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছিলো স্মৃতিচিহ্নহীন।

কারো বারংবার ক্ষতিতে ঘাতকের লভ্যাংশ
চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে অনায়াসে লক্ষ্য পুরণ হয়
প্রাপ্ত পীড়াকে কাছে টেনে নিলে আরোগ্য সুদূর
পরাহত উপরন্তু চূড়ান্ত পরাজয় নিশ্চিত হয়।

প্রতিশোধেও কল্যাণ নেই বিজয়ের প্রশ্নও আসে না
নষ্ট পীড়াদায়ক অনুভূতি কোনো কাজে লাগে না
কারো সমূহ পতনে কোনো রাজাধিরাজের আসন
অনন্তকালের জন্য নিশ্চিত হয়নি কখনো।

কষ্টকে তুড়ি মেরে ওড়ানো যায় না ওড়ালেই লাভ
হাত না বাড়ালে ঘিরে থাকুক অসহায় ক্লেশ
রক্তাভ চোখে ক্লান্তি এলে পালিয়ে যাবে ব্যাধ
প্রশ্রয় দিও না প্রখর রোদে অপ্রীতির আদত বিলীন।

পরিচয়
মাসুম আহমদ

তারা আমাদের বললো, আমরা হলাম 'জনগন'
আমরা মেনে নিলাম,
তাতে আমাদের কারো চোখ কিছুটা বড় হয়ে
কপালের দিকে সরে গেলো,
কারো কপালে হালকা ভাঁজ পড়লো
কেউ কেউ মিন মিন করে বলতে লাগলো,
যাক বাবা- একটা নির্দিষ্ট পরিচয় তো পাওয়া গেলো।

তারপর তারা বললো,
'জনগন হলো সকল ক্ষমতার উৎস!'
আমরা মেনে নিলাম,
তাতে আমাদের কেউ বেশ নড়েচড়ে
মাঠি থেকে উঠে চেয়ারে বসলো,
কারো শরীর থেকে ভেসে আসতে লাগলো
বিদেশি আতরের সুগন্ধি,
কেউ কেউ বলতে শুরু করলো,
আমাদের তো শ্লোগান রচনা করতে হবে।

তারপর তারা বললো,
তোমাদের দ্বারাই আমরা রাষ্ট্র গঠন করবো,
আমরা মেনে নিলাম।
তাতে আমাদের কেউ কেউ দৌড়ের প্রস্তুতি
নিতে শুরু করলো,
কেউ কেউ দেয়ালে দেয়ালে তাদের ভবিষ্যত
রঙিন করে আঁকতে বের হলো,
কেউ কেউ বলতে শুরু করলো
এই তো আমাদের জীবনের বদল শুরু হলো।

অতঃপর একদিন আমরা আবিস্কার করলাম
জনগন, ক্ষমতা, রাষ্ট্র সব ব্লেন্ড করে
তারা আমাদের একটা স্মুথি খাইয়েছে
যার নেশায় আমরা আমাদের আসল
পরিচয় জানতে না পারি,
আমাদের আসল পরিচয় হলো
আমরা সবাই হলাম 'সিঁড়ি'!

আমার যত ভুল
রেজা শামীম

মানুষ চিনতে আমার কেবলই ভুল হয়ে যায়।

অন্ধ নই, শুধু বন্ধ চোখ, তাই
ডাইনীকে দেবী ভেবে
পূজা করি তারে ফুলে ও প্রসাদে
মেহেদীর রঙ ভেবে
চুমু খাই তার রক্তমাখা করপুটে।

আমি বহুদুর হেটে গিয়ে
স্বার্থপর এক মানুষের কাছে শুনতে যাই
বিসর্জনের মহান গল্প।
হায়েনার কাছে বন্ধক রেখে আসি
প্রিয় পোষ্য হরিণ।
আলিঙ্গনের জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে
বুকে তুলে নেই তার গোপন ছুরির জখম।

আমি জন্মান্ধ এক নারীকে বোঝাতে যাই
বুকের রক্ত কতটুকু লাল
আর হৃদয়হীনের কাছে গিয়ে পাড়ি
হৃদয়ের অলিন্দ নিলয়ের প্যাচাল।

চেয়ার
জহুরুল ইসলাম

চেয়ারগুলো হায়নার মতো মাংশ খায়-
আরো- পাহাড়-নদী, মাঠ-ঘাট, হাট-বাজার-
চেয়ার কথা কয়-
চেয়ারের চোয়ালে বড় জোর।
মানুষ চেয়ারের কাছে যেতে ভয় পায়,
খপাত করে গলা টিপে ধরে।
পকেট কেটে পথের ফকির বানায়-
চেয়ার ভাঙ্গে-
ভাঙ্গা চেয়ারে আগুন জ্বলে-
অনন্তকাল জ্বলে- জলে অনন্তকাল.....

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

১০ হাজার ডলারের রিবেট

নতুন বছর উপলক্ষ্যে ৫০% সেল

তোফায়েল চৌধুরী

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

আমাদের কল করুন
914-202-9828 / 914-222-9477 / 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন, ব্যাংক্র্যাপসি, ক্রেডিট কার্ড মেটার, ডিভোর্স, চাইল্ড কাস্টডি, চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন, সিটিজেনশিপ, সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

HOW TO REACH US
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব ঠংরধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিথ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

হাসিনার সামনে দুটো অপশন, ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় কিংবা

(প্রথম পাতার পর) সম্পর্ক তৈরি করবে? যে সম্পর্ক এখন অনেক তিক্ততায় পরিণত হয়েছে! ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট আগের থেকে অনেক অনেক বেশি এখন। বহির্বিশ্বেও ভারতের সাম্প্রতিক তৎপরতা নিয়ে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধছে। হাসিনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ৩৬ দিনে শেখ হাসিনার শাসন খতম হয়ে যাওয়ার পর ভারত বাংলাদেশের উপর নানা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সংখ্যালঘু কার্ড ব্যর্থ হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষজন হিন্দুদের বাড়িঘর পাহারা দিয়েছে। ঢালাও অভিযোগ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যদিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা প্রচারণা জারি রয়েছে। এই পটভূমিতে ভারত কি শেখ হাসিনাকে প্রোটেকশন দেবে? পাসপোর্ট বাতিল হয়ে যাওয়ায় শেখ হাসিনা এখন উদ্বাস্তু। অন্য কোনো দেশে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা খুবই কঠিন। চীন এবং ভারত হাসিনাকে নিয়ে বাজি ধরেছিল। দুটো দেশই হেরেছে। মাঝখানে জিতে গেছে অন্য একটি দেশ। চীন সতর্ক হয়ে গেছে। ভারত হাসিনাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে এখনো। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ধারণা করা হয়েছিল ভারত ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখাবে। কেউ কেউ নানা অ্যাকশনের কথাও বলেছিলেন। বাস্তবে দেখা গেল উল্টোটা। লালকেল্লা ময়দানে জাতীয় কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বার্তা পৌঁছেছিল ঢাকায় অভ্যুত্থান হয়েছে। মুজিব ডেড। ধীর-স্থির প্রধানমন্ত্রী কুচকাওয়াজে অংশ নিলেন। তেমন একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। অবশ্য একটা দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা গেল। তখন বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার সমর সেন দিল্লিতে। তাকে ডেকে পাঠানো হলো। বলা হলো- এক্ষুণি ঢাকায় যেতে হবে। ঢাকা-দিল্লি বিমান যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। ঢাকায় কারফিউ। সমর সেন দিল্লি থেকে কলকাতা এলেন বিমানে। বেনাপোল সীমান্ড় ক্রস করে বাই রোডে সোজা এলেন ঢাকায়। গন্তব্য বঙ্গভবন। সেখানেই থাকতেন আগস্ট অভ্যুত্থানের খলনায়ক, ষড়যন্ত্রকারী খন্দকার মোশ্তাক আহমেদ। দুপুর গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাহেরউদ্দিন ঠাকুর মোশতাককে খবর দিলেন- সমর সেন বঙ্গভবনে পৌঁছে গেছেন। এর পরের দৃশ্য পত্রিকার প্রথম পাতায় পরদিন দেখা গেল। সমর সেন বঙ্গভবনে পৌঁছেই খন্দকার মোশ্তাকের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। অন্য কী বার্তা দিয়েছিলেন তা অবশ্য জানা যায়নি। এখনকার পরিস্থিতি কী। শেখ হাসিনা সরকার উৎখাতের পর ভারত কি আসলেই কোনো প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে? যা থেকে ধরে নেয়া যায় তারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করবে? বাস্তব অবস্থা দেখে যে কেউ এই ধারণা করতেই পারেন। ভারত যেটুকু পেয়েছে শেখ হাসিনার কাছ থেকে সেটুকু ধরে রাখতে চায়। তাই বলে হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ দেখাতেও তারা কসুর করছে না। বিগত সাড়ে ১৫ বছরে ভারত অনেক কিছুই নিয়েছে। দিয়েছে স্বল্প। অবশ্য ক্ষমতায় থাকার একচেটিয়া লাইসেন্স দিয়েছে। নির্বাচনগুলোতে প্রভাব বিস্তার করেছে। এক পর্যায়ে তারাই বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হিসেবে কলকাঠি নেড়েছে। কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে। চোখ বুজে টিকিয়ে রেখেছে হাসিনার অগণতান্ত্রিক শাসনকে। পরিণতিতে হারিয়েছে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষকে। দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর হাসিনার ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা দেন নি। এই অবস্থায় হাসিনা যদি ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে বসেন তখন তাদের নীতি কী হবে তা নিয়ে উভয় সংকটে প্রশাসন। রাজনৈতিক পন্ডিতরা দ্বিধাবিভক্ত। হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে চাপ বাড়বে ভারতের উপর। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন এরকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ভারতের উদ্বেগ সেভেন সিস্টার নিয়ে। হাসিনার জমানায় স্বস্ড়ি এসেছে। প্রতি বিপবের পথে গিয়ে যেটুকু অর্জন তা হারিয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কাও তাদের মধ্যে রয়েছে। তাদের ভয়, হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ দেখাতে গিয়ে চীনের আগমন ঘটে কিনা! সে নিয়েও তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা নীরবেই তাদের অবস্থান সুসংহত করেছে। ঢাকার রাষ্ট্রক্ষমতায় এখন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। যার সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের সরাসরি যোগাযোগ। তিনি চাইলে অন্তত একশ'টি দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গে যখন তখন কথা বলতে পারেন। এ কারণে ভারত সতর্ক পা ফেলছে। জুলাই বিপ্লবের পর ইউনূসের সরকারকে স্বীকৃতি দিতে ভারত সময় নষ্ট করেনি। হাসিনার পতনে ভারত বিরক্ত। তাই বলে তারা দরজা বন্ধ করে রাখছে না। যে যাই বলুন, বিপবের পরে প্রতি বিপবের ছায়া। তারা যে রসদ যোগাচ্ছে না তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কূটনৈতিক পন্ডিতরা নরেন্দ্র মোদির সরকারকে আবেগতাড়িত না হয়ে বাস্ড়ব সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দিয়েছেন। পরিবর্তিত এই অবস্থায় হাসিনার দেশে ফেরা ছাড়া আর কী বিকল্প রয়েছে? গণহত্যার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হতে চলেছেন। পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশ তাকে গ্রহণ করতে চাইবে না। সময় যত গড়াচ্ছে বাংলাদেশ নিয়ে ভারতীয়দের মনোভাবেও পরিবর্তন আসছে। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশের সঙ্গেই ভারতের সুসম্পর্ক নেই। যেটুকু ছিল বাংলাদেশের সঙ্গেই। ভুল নীতি কৌশল গ্রহণ করে সেটুকু হারাতে চায় না ভারত। কোটা বিরোধী আন্দোলন হাসিনার ভবিষ্যৎ যেমন ফিকে করে দিয়েছে তেমনি বাংলাদেশে ভারতের অবস্থান অনেকটাই প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয়। সামপ্রতিক বন্যা নিয়ে বাংলাদেশিদের প্রতিক্রিয়া দেখে ভারতের নেতৃত্ব বেশ চিন্ড়িত বলেই মনে হচ্ছে। উত্তরে চীন, পশ্চিমে পাকিস্তান। পূর্বে আরেকটি নিরাপত্তা ফ্রন্ট ভারত খুলবে কি-না তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ চলছে। কূটনৈতিক পন্ডিতরা বলছেন, এটা যদি করা হয় তা হবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের গভীর নজর রয়েছে সর্বশেষ ঘটনাবলির উপর।

‘কমলা ঝড়ে’ দিশাহারা ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর) আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বৈরী কমলাকে ঠেকাবেন, তা ঠাওর করতে না পারায় তিনি এখন কিছুটা উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণ শুরু করেছেন।

জনমতের কথাটাই আগে বলি। রয়টার্সের সর্বশেষ জাতীয় জনমত জরিপ অনুসারে, সারা দেশে ট্রাম্পের চেয়ে কমলা হ্যারিস চার পয়েন্টে এগিয়ে (৪৫: ৪১ শতাংশ)। গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত বিভিন্ন ‘ব্যাটল গ্রাউন্ড’ অঙ্গরাজ্যেও আগের ঘাটতি কমিয়ে ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছেন কমলা। ট্রাম্পের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ফক্স নিউজ সর্বশেষ জরিপের যে ফল প্রকাশ করেছে, সেখানেও ‘সান বেল্ট’ হিসেবে পরিচিত চারটি অঙ্গরাজ্যের তিনটিতে এগিয়ে কমলা।

ট্রাম্প তাঁর অনুগত ফক্স নিউজের এই জরিপে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর প্রচার শিবির থেকে বলা হয়েছে, ‘অতি কদর্য’ এই জরিপ মোটেই সত্য নয়। ট্রাম্প কমলার চেয়ে শুধু এগিয়ে নন, তিনি নিজের সমর্থন আগের চেয়ে বৃদ্ধি করেছেন। এ কথায় একজন ডেমোক্র্যাট ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন, ট্রাম্প আসলে বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। কালো-সাদার প্রভেদটা বোঝার ক্ষমতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

কটাক্ষ করে বলা হলেও ট্রাম্পের চলতি আচরণ থেকে স্পষ্ট, তিনি কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। এমন সব কথা বলছেন যে তাঁর নিজের সমর্থকেরাই বিব্রত হয়ে পড়ছেন। বিশেষ করে কমলার নির্বাচনী সভাগুলোতে বিপুল জনসমাগম হচ্ছে, ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই মানতে পারছেন না। কোনো প্রমাণ ছাড়াই দাবি করেছেন, জনসভার ছবিগুলো সত্যি নয়, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) দিয়ে তৈরি। ডেট্রয়ট বিমানবন্দরে কমলাকে দেখতে কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশ হয়েছে, টিভিতেও সেই ছবি আমরা সবাই দেখেছি। ট্রাম্পের বক্তব্য, এমন কিছু ঘটেনি, সব মিথ্যা কথা।

কোনো কারণ ছাড়াই নিজের জনসভার সঙ্গে তুলনা টেনে ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর সভায় এত লোক হয় যে আমেরিকার ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি। ২০১৭ সালে তাঁর অভিষেকে এত লোক হয়েছিল, যা ১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিংয়ের ‘মার্চ অন ওয়শিংটনকে’ও ছাড়িয়ে যায়। বলা ভালো, মার্টিন লুথার কিংয়ের সেই ঐতিহাসিক সভায় আড়াই লাখের বেশি জনতার উপস্থিতি ছিল। অন্যদিকে সরকারি হিসেবে, ট্রাম্পের অভিষেকে এসেছিলেন বড়জোর হাজার কুড়ি মানুষ। এসব কথাবার্তা শুনে ট্রাম্পের মানসিক ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি তিনি দাবি করেছেন, কয়েক বছর আগে সান ফ্রান্সিসকোর মেয়র উইলি ব্রাউনের সঙ্গে এক হেলিকপ্টার ভ্রমণের সময় তিনি দুর্ঘটনায় পড়েন, অল্পের জন্য জানে বেঁচে যান। গল্পটা বেশ রগরগে, কিছুদিন আগে আততায়ীর গুলি থেকে তিনি বেঁচেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, তা মোটেই সত্য নয়। উইলি ব্রাউনকে এ কথা জিজ্ঞেস করা হলে তাঁর হাসতে হাসতে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। ‘ও একটা আস্ত মিথ্যুক,’ বলেছেন ব্রাউন।

ওই কথা উল্লেখ করে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস লিখেছে, লোকটা আসলে মানসিক রোগে ভুগছে। পাবলিক রেডিও এনপিআর জানিয়েছে, ফ্লোরিডায় তাঁর মার-আ-লাগো বাসভবনে যে সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এই গল্প করেন, সেখানে তিনি সব মিলিয়ে ১৬২টি মিথ্যা কথা বলেন। ওয়াশিংটন পোস্ট গত চার বছরে ট্রাম্পের বলা মিথ্যার যে হিসাব রেখেছে, তাতে অবশ্য মোট সংখ্যাটা ইতিমধ্যে ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

গত সপ্তাহে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৬ জানুয়ারীর দাঙ্গা ও মার-আ-লাগোতে সরকারি নথি নয়ছয় করার অভিযোগে নতুন করে মামলা ঠুকেছেন বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ। এতে ট্রাম্প এতটাই ক্ষিপ্ত হন যে নিজের মালিকানাধীন ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ ওয়েবসাইটে তিনি মধ্যরাতে আধঘণ্টায় ২৭টি বার্তা পোস্ট করেন। তাতে তিনি জ্যাক স্মিথের শ্রাদ্ধ করার পাশাপাশি বাইডেনের বিচার বিভাগকে তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন। বাইডেন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন বলেও অভিযোগ করেন ট্রাম্প। এ কথার জন্য কোনো প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজন অবশ্য তিনি দেখেননি।

ট্রুথ সোশ্যালে কমলার বিরুদ্ধেও ট্রাম্প কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। অতিসম্প্রতি তিনি অন্যের করা এমন এক পোস্ট আবার ছাপিয়েছেন, যেখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে কমলা ও হিলারি ক্লিনটনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক রয়েছে। এর আগে আরেক পোস্টে তিনি কমলা ও উইলি ব্রাউন সম্পর্কে একই রকম কদর্য মন্তব্য করেছিলেন।

ব্যাপারটা যে স্বাভাবিক নয়, তা সাংবাদিকদের নজর এড়ায়নি। ট্রাম্পের উপদেষ্টা ডেভিড আরবান সিএনএনকে জানিয়েছেন, তিনি ট্রাম্পকে অনেকবার বলেছেন এসব অবান্তর কথার বদলে তাঁর উচিত হবে অভিবাসন ও অর্থনীতির মতো জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলা। এখন সেটাই দরকার। কিন্তু তাঁর কথায় কোনো কাজ হয়নি।

কমলা হ্যারিস ও তাঁর প্রচার শিবির ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে বলেই মনে হয়। কৃষ্ণকায় এই নারীর বিরুদ্ধে ট্রাম্প যত নোংরা কথা বলবেন, নারী ভোটারদের মধ্যে তাঁর সমর্থন তত কমবে। কিছুদিন আগে ট্রাম্প কমলার গাত্রবর্ণ নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলেন। ‘ওকে তো আমি ভারতীয় জানতাম, এখন দেখি হঠাৎ তিনি কৃষ্ণকায়,’ ট্রাম্পের এই অভিযোগ মিথ্যা, কমলা বরাবরই নিজেকে একই সঙ্গে কালো ও দক্ষিণ এশীয় হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। গত সপ্তাহে সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মৃদু হেসে কমলা বলেন, ‘এসবই পুরোনো রাজনৈতিক খেলা। এ প্রশ্ন বাদ দিন, অন্য কথা বলুন।’

তাওহীদের বাস্তব নিদর্শন

(শেষ পাতার পর)

করেছি, যা এরা খায়। আমি তার মধ্যে খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে থেকে ঝরণাধারা উৎসারিত করেছি। যাতে এরা ফল ভক্ষণ করে। এসব কিছু এদের নিজেদের হাতের সৃষ্ট নয়। তারপরও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"(সুরা ইয়াসীন:৩৩-৩৫)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে মৃত ভূমি অনুৎপাদন থেকে ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতাকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। মানুষ দৈনন্দিন ভূমি থেকে উৎপাদিত শস্য-ফলমূল খাচ্ছে। তারা নিজেরা একে একটি মামুলী ব্যাপার মনে করে থাকে। কিন্তু উদাসীনতার পর্দা ছিন্ন করে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে তারা জানতে পারবে যে, এ ভূমির আস্তরণ ভেদ করে সবুজ শ্যামল ফসল ও বন-বনানীর সৃষ্টি এবং তার মধ্যে নদ-নদী ও স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হওয়া এমন কোন খেলা নয় যা নিজে নিজেই চলছে। বরং এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে একপি বিরাট জ্ঞান, শক্তি এবং প্রতিপালন ও পরিচালন ব্যবস্থা। পৃথিবীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে যে সব উপাদানের সাহায্যে এটি গঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আপনা-আপনি বিকাশ, বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি লাভ করার কোন ক্ষমতা নেই। এসব উপাদান এককভাবেও এবং সব রকমের মিশ্রণ ও সংগঠনের পরও থাকে একেবারেই অকেজো ও অনুপযোগী। এ কারণে এদের মধ্যে জীবনের নামমাত্রও নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ নিস্প্রাণ যমীনের বুক চিরে উদ্ভিদ জীবনের উন্মেষ সম্ভব হলো কেমন করে? এ সম্পর্কে জানা যায় যে পুর্বেই বয়েকটি বড় বড় কার্যকারণ সংগৃহিত না হলে এ জীবনধারা আদৌ অস্তিত্বলাভই করতে পারতো না।

প্রথমত: পৃথিবীর বিশেষ অংশসমুহে তার উপরিভাগের ভূপৃষ্টে এমন অনেক জৈবিক উপাদানের আস্তরণ বিছানো হয়েছে যা উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হবার উপযোগী হতে পারে। এ আস্তরণকে নরম রাখা হয়েছে, যাতে উদ্ভিদের শিকড় তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে নিজের খাদ্য আহরণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: যমীনের ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে খাদ্য উপাদানসমূহ তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে পারে যার ফলে উদ্ভিদের শিকড়সমূহ তা চুষে নিতে সক্ষম হয়।

তৃতীয়ত: ওপরের শুন্যলোকের বায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বায়ু উর্ধলোকের বিপদ-আপদ থেকে যমীনের হেফাজত করে এবং বৃষ্টি পরিবহনের কাজ সম্পাদন করে। এ সংগে এর মধ্যে এমন সব গ্যাসের সমাবেশ ঘটে যা উদ্ভিদের জীবন এবং তাদের বৃদ্ধিও বিকাশ লাভের প্রয়োজন।

চতুর্থত: সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে উদ্ভিদ তাদের জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় হারে উষ্ণতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও মওসুম লাভ করতে পারে।

এই চারটি বড় বড় কার্যকরণ সৃষ্টি করে দেয়ার পর উদ্ভিদদের অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয়। তারপর এ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবার পর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকের বীজ এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার ফলে যখনই তা উপযোগী জমি, পানি, বাতাস ও মওসুমের সংস্পর্শে আসে তখনই তার মধ্যে উদ্ভিদ সূলভ প্রজাতির বীজ থেকে অনিবার্যভাবে একই প্রজাতির চারা তার যাবতীয় শ্রেনী স্বাতন্ত্র ও উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট্য সহকারে জন্ম নেয়। এর ওপর বাড়তি যে সৃজন কুশলতার অবতারণা করা হয় তা হচ্ছে এই যে, দশ-বিশ বা পঞ্চাশ শ্রেনীর নয় বরং অসংখ্য শ্রেনীর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সেগুলোকে এমনভাবে তৈরী করা হয় যার ফলে তারা অসংখ্য শ্রেনীর পশু ও মানবকূলের খাদ্য, ওষধ, পোশাক ও অন্যান্য অগণিত প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, উদ্ভিদের পরে পৃথিবীর বুকে এ প্রয়োজনগুলো অস্ত্বিলাভের অপেক্ষায় ছিল।

এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা সম্পর্কে যে ব্যক্তিই চিন্তা করবে সে যদি হঠকারিতা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির শিকার না হয় তাহলে তার অন্তর সাক্ষ দিবে, এসব কিছু আপনা-আপনি হতে পারে না। এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে একটি জ্ঞানদীপ্ত পরিকল্পনা কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে মওসুমের সম্পর্ক উদ্ভিদের সাথে এবং উদ্ভিদের সম্পর্ক জীব জন্তু ও মানুষের প্রয়োজনের সাথে চরম স্পর্শকাতরতা ও সূক্ষতা বজায় রেখে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কোন বুদ্ধি বিবেকবান মানুষ ধারণা করতে পারে না এ ধরনের সর্বব্যাপী সম্পর্ক নিছক ঘটনাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তারপর এ ব্যবস্থাপনা আবার এ কথাও প্রমাণ করে না যে, এটি বহু প্রভুর কৃতিত্ব হতে পারে। এটি এমন একজনমাত্র ইলাহর ব্যবস্থাধীনে সম্পাদিত হচ্ছে এবং হতে পারে যিনি মাটি, বাতাস, পানি, সুর্য, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানব জাতি সবারস্রষ্টা ও রব। এদের প্রত্যেকের প্রভু যদি আলাদা হতো তাহলে কেমন করে এমনি ধরনের একটি সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞানময় সম্পর্ক রক্ষাকারী পরিকল্পনা তৈরী হয়ে যাওয়ার এবং লাখো-লাখো কোটি-কোটি বছর পর্যন্ত এমন সুশৃংখলভাবে যথানিয়মে পরিচালিত হবার কথা কল্পনা করা যেতে পারে।

তাওহীদের সপক্ষে এ যুক্তি পেশ করার পর মহান আল্লাহ বলেন:" তারপরও কি এরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"(সুরা ইয়সীন:৩৫) অর্থাৎ এরা কি এমনই অকৃতজ্ঞ ও নিমকহারাম হয়ে গেছে যে, যে আল্লাহ এদের জীবনের জন্য এ সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করে দিয়েছেন এরা তাঁর শোকরগুজারী করে না এবং তাঁর নিয়ামতগুলো উদরস্ত করে অন্যের শোকরগুজারী করে। তাঁর সামনে মাথা নত করে না এবং তাদের জন্য যে মিথ্যা উপাস্যরা একটি ঘাসও সৃষ্টি করেনি তাদেও সামনে মাথা নত করে।

(২) সব রকমের জোড়া সৃষ্টি: এটি তাওহীদের পক্ষে আরো একটি যুক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন," পাক-পবিত্র সে সত্তা যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা ভূমিজাত উদ্ভিদের মধ্য থেকে এবং স্বয়ং এদের নিজেদের প্রজাতির মধ্য থেকে (অর্থাৎ মানব জাতির মধ্য থেকে) এবং এমন জিনিসের মধ্য থেকে যা এরা জানেও না।"(সুরা ইয়াসীন:৩৬) প্রথমত: যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে না এবং আরো বহু খোদাকে তাঁর সাথে শরীক করে, মহান আল্লাহ সব রকমের দোষ-ত্রুটির আবিলতামুক্ত, সব রকমের দুর্বলতা ও ভ্রান্তির উর্ধে তাঁর কোন শরীক ও ভাগীদার আছে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তা থেকে মুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র।

তাওহীদের সপক্ষে যুক্তি এটি দ্বিতীয় যুক্তি নারী ও পুরুষের জুটি মানুষের জন্মের উৎস। জী-জন্তুও বংশধারাও পুরুষ ও স্ত্রী জাতির পশুর মিলনের সাহায্যেই এগিয়ে চলছে। উদ্ভিদ সম্পর্কেও মানুষ জানে, তাদের মধ্যে বিপরীত লিংগের জুড়ি বাঁধার নীতি কার্যকর রয়েছে। এমনকি নিস্প্রাণ জড় বস্তুর মধ্যেও দেখা যায় বিভিন্ন বস্তু যখন একটা অন্যটার সাথে যুথবদ্ধ হয় তখনই তাদের থেকে নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। স্বয়ং পদার্থের মৌলিক গঠন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বৈদুতিক শক্তির সংযোগেই সম্পন্ন হয়েছে। এ যুথিবদ্ধতা যার মধ্যে ও সমগ্র বিশ্ব-জাহান অস্তিত্বলাভ করেছে, স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী কোন ব্যক্তি এ জিনিসটি একটি আকস্মিক ঘটনাচক্র বলতে পারে না। আবার এ কথা মেনেও নিতে পারে না যে, বিভিন্ন ইলাহ এসব অসংখ্য জোট সৃষ্টি করে এদেও মধ্যে এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা সহকাওে জুড়ি বেঁধে দিয়ে থাকবেন। পুরুষ ও স্ত্রীর পরস্পরের জুড়ি হওয়া এবং তাদেও জুড়ি হবার ফলে নতুন জিনিসের সৃষ্টি হওয়া স্বয়ং স্রষ্টার একত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

(৩) রাত একটি নিদর্শন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"এদের জন্য রাত হচ্ছে আর একটি নিদর্শন। আমি তার উপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।"(সুরা ইয়াসীন:৩৭) রাত-দিনের আসা-যাওয়াও পুর্ব থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর অন্যতম। স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ায় এগুলো নিয়মিত ঘটে চলেছে বলে নিছক এ জন্য মানুষ এগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ যদি দিন কেমন করে আসে, রাত কেমন করে অতিবাহিত হয় এবং দিনের চলে যাওয়ার ও রাতের ফিরে আসার মধ্যে কি কি বিজ্ঞতা ও কৌশল সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে সে সম্পর্কে সে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে নিজেই অনুভব করতো যে, এটি একজন শক্তিশালী জ্ঞানবান রবের অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের উজ্জল প্রমাণ। পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিনের বিদায় ও রাতের আগমন হতে পারে না। দিনের সরে যাওয়া ও রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা যাওয়ার যে গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট জীবকুলের সাথে পাওয়া যায় তা পরিস্কারভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

(৪) সুর্যের সৃষ্টি ও এর গতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর সুর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যেও দিকে ধেয়ে চলছে। এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসাব।"(সুরা ইয়াসীন:৩৮) আল্লাহর শক্তিশালী সৃষ্টির মধ্যে সুর্য অন্যতম। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে এসেও কোন মানুষ এখনো সুর্যের কাছে যাওয়ার জন্য সুর্যযান সৃষ্টি করতে পারিনি। এই শক্তিশালী সৃষ্টিকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর নাম 'আজিজ' মহাপরাক্রমশালী। সৌরজগতে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরছে। এই বিক্ষিপ্তের মাঝে সুর্যের জন্য নির্ধারিত কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যিনি তাঁর নাম 'আলিম' মহাজ্ঞানী। সুতরাং এই শক্তিশালী সুর্যকে নিয়ন্ত্রণ ও তার জন্য নির্ধারিত কক্ষপথ তৈরী করে দেয়ার ক্ষমতা কোন মানুষ, দেব-দেবী বা অন্য কারো ক্ষমতা নেই। সুতরাং সুর্যেও সৃষ্টি এবং এর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর তাওহীদের সাক্ষ বহন করে।

পাঁচ, নৌকার সৃষ্টি ও এতে আরোহন: আল্লাহ তা'আলা (বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file
IRS e-file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, **TLC/Motor Vehicle Exam,** মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

banglapatrikausa@gmail.com
সফলতার ২৮ বছরে বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (ঙাবৎ হরমযঃ) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

Handsome young bengali 30 (5'10") (Foundation of project management.) Looking for a young Hindu u.s citizen girl for marriage. Send current photo and information at :516-697-5975

পাত্র চাই ডিভোর্স : আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail com

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen আব. যোগাযোগ : **917-495-1391 917-495-3908.**

বাসা ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৭১-১২, ৮৪ রোড, পিএস ১৩১ স্কুলের পাশে দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট আগামী ১ সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। (কিউ৩০, কিউ-৩১ বাস স্টপের নিকটে)। যোগাযোগঃ **347-257-8681, 347-475-2293.**

বাসা ভাড়াঃ
কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা । ৩৪৭- ২৩৫-৭৩২২ (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ
বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

বাসা ভাড়াঃ
August 1 তারিখ থেকে 82 Weldon st BROOKLYN NY 11208. ১ বেডরুম,লিভিং রুম,কিচেন ও এটিকসহ ভাড়া যাবে, বাসা EU CLID ট্রেন স্টেশন (A, C, J and Z) এবং বায়তুল মামুর মসজিদের পাশেই।
যোগাযোগঃ +১ (৬৪৬) ৩৯২-৬৫৮০.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪,
৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ
উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

পাত্র চাই

23 Years US Citizen পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র USA তে বসবাসরত পাত্র যোগাযোগ করুন।

Tel: 917 312 6943

স্টুডিও ভাড়াঃ
একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। 347-345-5243, 347-653-0632.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :
কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:
GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes e-mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. AI Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

“আ. লীগ সরকারের এমন অবস্থা হবে ১৫ বছর আগেই আঁচ করেছিলাম”

(২য় পাতার পর) আওয়ামী লীগ এরকমই একটা ইশতেহার দিয়েছিল যেটি আমাকে সাংঘাতিকভাবে উৎসাহিত করে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল নির্বাচন কমিশন। একদম একটা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন হবে। যেখানে কোনো ভোটের কারচুপি হবে না। আপনার ভোট আমার ভোট স্বদিচ্ছায় দিতে পারবো। এমনই একটা বাংলাদেশ হবে। এরকম একটা চিন্তা নিয়ে আমি মনে-প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, নতুন একটা বাংলাদেশ বিনির্মাণে। তিনি বলেন, যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে চেঞ্জ, মজবুত ও রিফর্ম করতে চাই তাহলে এনসিউর করতে হবে সুশাসন ও গুড গভর্নেন্স। আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠিক করবো গুড গভর্নেন্সের মাধ্যমে। সুশাসনের পূর্বশর্ত আইনের শাসন। যে সমাজে জাস্টিস থাকবে না সেখানে আপনি কখনো সুশাসন কায়েম করতে পারবেন না। আপনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে দেখতে হবে আইনগুলো প্রয়োগ করছে কে। হাতিয়ারটা হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাই রিফর্ম করতে হবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে। আগে ডি পলিটিসাইজ করতে হবে বাহিনীগুলোকে। তাদেরকে একটি পেশাদার, শৃঙ্খলা ও জনগণের বন্ধু বানাতে হবে। আমি সেদিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম। আমার চিন্তা ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পুনর্গঠন করতে হবে। তাদেরকে সঠিকভাবে কাজ করতে দিতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে দুর্নীতি দূর করতে হবে। দুর্নীতির ক্যান্সার সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। দুর্নীতি ঠিক করতে না পারলে অনিয়ম ঠিক করা যায় না। করাপশন কলাপস এভরিথিং। করাপশনকে থামাতে হলে লাগবে একটি দক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আমি এসব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখি আমি একাই এটা চেয়েছি। একা চাওয়ার কারণে এটা সম্ভব হয়নি। বরং উল্টো আমাকেই ভিকটিমাইজ করা হতো। আমি যখন পদত্যাগ করেছিলাম তখন অনেক মানুষ মিষ্টি বিতরণ করেছে।

সাবেক এই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর একটা মিটিং ডেকে ছিলাম। আইজিপি, এসবি প্রধান, র‍্যাব প্রধান, ডিবি প্রধান এবং সকল সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। আমি তাদেরকে স্পষ্ট করে বলেছিলাম বদলি, নিয়োগ বাণিজ্য এখন থেকে বন্ধ। এখানে কোনো ব্যবসা চলবে না। আমি যতদিন থাকবো ততদিন এটা অ্যালাও করবো না। এটা শুধু পুলিশের মধ্যে না। এই লিংকেজটা অনেক উপরের দিকে যায়। এখানে অনেক অদৃশ্য শক্তি আছে যারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ক্ষেত্রে আমার অজান্তেই একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করে নেয়। এসপি বদলি হয়ে যায় অথচ আমি নিজেই জানতাম না। এ ধরনের ঘটনা যখনই ঘটতে লাগলো তখন আমি মনে করলাম এখানে একটা পদ নিয়ে বসে থাকার মানে হয় না। আমি বলেছিলাম পুলিশকে রিফর্ম করতে হলে তাদের বেসিক চাহিদাগুলো আমাদের পূরণ করতে হবে। তাদেরকে মধ্যবিত্ত স্ট্যাটাসে রাখতে হবে যাতে তাদের পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারে। তাদের যাতে কোনো চাহিদা না থাকে। পরে আমরা তাদের কাছে ডিমান্ড করবো আপনাদেরকে দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করতে হবে। ঘটনা আরও আছে। মন্ত্রণালয়গুলো ম্যাজিকেলি চলতো। ৯০ শতাংশ মন্ত্রী জানেন না তাদের মন্ত্রণালয় কীভাবে চলছে।

উপর মহল বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছেন- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, উপর মহল হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক কালচারে যা হয়ে এসেছে। যারা দলীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আছেন। এ ছাড়া যেহেতু আমাদের রাজনৈতিক কালচার হচ্ছে পরিবারতান্ত্রিক। এখানে অনেক পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। যারা কলকাঠি নেড়েছেন। মন্ত্রীরা অনেক ক্ষেত্রে জানতেন না কী হচ্ছে তাদের মন্ত্রণালয়ে। সচিবদের ম্যানেজ করে কন্ট্রোল করা হতো। আমি আমার মন্ত্রণালয়ে অনেক নির্দেশ দিতাম কিন্তু সেগুলো দেখতাম হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? পরবর্তীতে আমি জানতে পারলাম বলা হয়েছে আমার কথা না শোনার জন্য। আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম জনগণকে সার্ভ করার জন্য। এমন হলে কেন থাকবো আমি? আমি তো এখানে টাকা বানাবার জন্য আসিনি। তো কেন আমি এই সিটে থাকবো।

পদত্যাগের সুনির্দিষ্ট কি কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সিরিজ অব ইভেন্টস। একটার পর একটা ঘটনা জমতে জমতে তখন যা হয়। আমি একটা টাইমফ্রেম হাতে রেখেছিলাম আগেই। আমরা যদি সঠিক পথে যাই তার চিহ্ন প্রথম ৬ মাসেই পেয়ে যাবো। আপনি কোন ডিরেকশনে যাবেন সেটার ম্যাপিং করতে হবে না? তাহলেই তো ব্লু প্রিন্টটা চলে আসবে। বলা হচ্ছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের এক ব্যক্তির সঙ্গে আপনার ঝামেলা হয়েছিল? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এখানে অন্যভাবে জিনিসগুলো এসেছে। কিন্তু আমাকে কেউ মারবে আর সে বাসায় বসে থাকবে- এটা হতে পারে না। আমার গায়ে টাচ করলে হাসপাতালে যাবে সে। এখানে মারধরের কোনো বিষয় ছিল না। এখানে বিষয়গুলো ছিল আরও সূক্ষ্ম। অনেকের ব্যবসা-বাণিজ্যে আঘাত পড়েছে। কারণ তারা যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে কাজগুলো করতে পারেনি। এজন্যই তারা পদত্যাগের পর মিষ্টি বিতরণ করেছিল। কারা মিষ্টি বিতরণ করেছে এবং কারা কলকাঠি নাড়তো? শেখ হাসিনা পরিবারের সদস্যদের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ওনার পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। যাদের কোনো সরকারি পজিশন না থাকা সত্ত্বেও হস্তক্ষেপ করেছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে। বিভিন্ন এজেন্সির উপর তারা প্রভাব বিস্তার করতেন। পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতেও হস্তক্ষেপ ফিল করেছি। যতটুকু পেরেছি আমি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছি।

১৫ বছরের আওয়ামী লীগের শাসন ও ৫ আগস্ট মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নিয়ে সোহেল তাজ বলেন, ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছিল। ছাত্র সংগঠন ও পুলিশ দিয়ে তাদেরকে বেধড়কভাবে পেটানো হয়েছিল রাস্তায়। তখন কোটা সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল। তখন আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম। সেটা ছিল এমন-একটা পাতিলের মধ্যে পানি ফুটছে। নিচে আগুন জ্বলছে। আমি বলেছিলাম ঢাকনাটা যদি চাপ দিয়ে রাখা হয় তবে একদিন বিস্ফোরণ হবে। ১৫ বছর এই ঢাকনাটাকে চাপা দিয়ে রাখার বহিঃপ্রকাশ পেয়েছি ৫ই আগস্ট। এটা হচ্ছে ২০১৪ সালের নির্বাচন, হত্যা, গুম, নির্যাতন, বিরোধী দলের ওপর নির্যাতনের কারণে। আমরা দেখেছি খালেদা জিয়াকে যেটা করা হয়েছে যেটা আমি একেবারেই সমর্থন করি না। এটা অন্যায় হয়েছে; অবিচার হয়েছে। আমার বিবেক বলে আমি গিয়ে ওনার কাছে সরি বলবো। এটা হওয়া উচিত হয়নি। তার একটি সন্তান মারা গিয়েছে। তার বাসার সামনে ট্রাক নিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলো জঘন্য নিকৃষ্ট কাজ। এগুলো কেন করবো? এটাতো আমাদের পলিটিক্যাল কালচার হওয়ার কথা না। একটি ডেমোক্রেসির ভেন্টিং প্রসেস হচ্ছে নির্বাচন। আপনি একটা টার্ম আসবেন মানুষ আপনাকে পছন্দ করবে না। তারা ফুঁসে উঠবে। ভোটের মাধ্যমে আপনাকে আউট করবে। আপনি ওই পথটাকে বন্ধ করে দিলেন। একের পর এক নির্বাচন আপনি করলেন। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে দ্রব্যমূল্য। দ্বিগুণ-তিনগুণ-চারগুণ দাম। মানুষ দিশাহারা। এটা হচ্ছে গান পাউডার কেক। ওটার ফিউজটা ছাত্ররা জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিস্ফোরণটার জন্য রেডি ছিল। আপনি মানুষের ওপর বোঝা দিতে দিতে শেষমেশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

দায়টা আওয়ামী লীগের না সরকার প্রধানের ছিল এমন প্রশ্নের জবাবে সোহেল তাজ বলেন, এখানে একটা সমস্যা আছে দল ও সরকারকে আমরা একাকার করে ফেলি। গণতন্ত্র এভাবে চলে না। রাষ্ট্র, সরকার, দল আলাদা আলাদা বিষয়। আমাদের পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে কোনো ডেমোক্রেসি নাই। সরকারে এসে আপনি ডেমোক্রেসি চর্চা করবেন কীভাবে? দলের ভেতর ডেমোক্রেসি নাই অথচ বলছেন অন্যদের ডেমোক্রেসি দিবেন। দলের ভেতরে লিডারশিপটা রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে। আপনি চাইলে সেখানে উঠতে পারবেন না। আপনার জন্য একটা সীমানা দেয়া হয়েছে আপনি এর উপরে উঠতে পারবেন না। এটা হচ্ছে প্রধান সমস্যা। তিনি বলেন, দলের কাজটা ছিল তারা প্রান্তিক লেবেলে জনগণের পালসটা বুঝবে। জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকবে। জনগণের মনের কথা বুঝবে। সেই কথাগুলো তুলে ধরবে দলীয় প্ল্যাটফরমে। দলীয় প্ল্যাটফরম সেগুলো অনুধাবন করবে বোঝার চেষ্টা করবে। মানুষের আশা-আকাঙ্খার রিফ্লেকশন হবে দলের পলিসিতে। সেই দল যদি ক্ষমতায় যেতে পারে তবে রিফ্লেকশন আসবে সরকারের কার্যক্রমের উপরে। কিন্তু এসব চর্চা আমরা দেখতে পারছি না। সরকারের সমালোচনা করলে বলা হবে রাষ্ট্রবিরোধী। তিনি বলেন, কারও কথা বলার অধিকার নাই। আইন করে করে মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখছেন। ৫ আগস্ট অনিবার্য ছিল। এটাতো হওয়ার কথা ছিল।

ছাত্র-জনতার হত্যাকারীদের শাস্তির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শত শত নিরীহ মানুষ, ছাত্র-ভাইবোনদের হত্যা করা হলো। আবু সাঈদ, মুগ্ধ থেকে শুরু করে চার বছরের শিশুকে মারা হলো। আমরা নিজের চোখে দেখেছি। এটার বিচার করতে হবে না? এটা কি করে সম্ভব। একবিংশ শতাব্দীতে নিজের দেশের মানুষকে জঘন্য একটি হত্যাকান্ডের মাধ্যমে হত্যা করা হলো। তিনি বলেন, বিডিআর বিদ্রোহ থেকে শুরু করে প্রতিটি ঘটনার সঠিক সুস্পষ্ট তদন্ত করতে হবে।

এত কিছুর পরেও কী মনে করেন আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে ফিরতে পারবে? সোহেল তাজ বলেন, আত্মসমালোচনা নাই, অনুশোচনা নাই, কোনো উপলব্ধি নাই যে দলের তারা কোথায় ফিরবে? যেটা করেছি, যেটাকে সমর্থন দিয়েছি এটা আনএথিকেল, ক্রিমিনাল কাজ। দেখতে পাচ্ছেন কোনো আত্মসমালোচনা, অনুশোচনা। তাহলে আওয়ামী লীগ কোথায় আসবে। এখানে জনগণ এবং নতুন প্রজন্মের ভেতরে কি চলছে সেটা বুঝতে হবে না? মানুষ কি চায় সেটা বুঝতে হবে না? আপনি লুটপাট করে লক্ষ কোটি টাকা পাচার করে দিবেন বিদেশে, আরাম আয়েশে থাকবেন। এটাতো জনগণ চায় না। তিনি বলেন, তাজউদ্দীন আহমেদের পরিবারের সদস্যদের সময়ে সময়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০০৯ সালে যখন আমি রিজাইন করেছিলাম তখন বলেছিলাম আর ঢাল হবো না। জাতীয় চার নেতার অবদান ছিল মুক্তিযুদ্ধে। তাদেরকে অবমূল্যায়ন অবহেলা করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। ওনাকে রাজাকার বানানো হয়েছে। যারাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছে তাদের জীবনী জানতে নতুন প্রজন্ম ডিজার্ব করে। যাতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়তে পারে। আমি চাই না আমার বাবার সাইনবোর্ড ব্যবহার করে আমি কিছু করবো। আমার দাবি ছিল- জেলহত্যা দিবস, মুক্তিযুদ্ধে যারা অবদান রেখেছে ও মুজিবনগর সরকারকে স্মরণ করে ওই দিনটাকে রিপাবলিক ডে ঘোষণা করা।

ফেসবুকে নৃশংস ছবি ও ভিডিও ভাসছে যেগুলো খুবই হৃদয়বিদারক, আপনি বিষয়গুলোকে কীভাবে দেখছেন? এ নিয়ে সোহেল তাজ বলেন, গুলি করে মারার দৃশ্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। ছাত্রবাহিনীদের নামিয়ে দেয়া হলো। পুলিশ নামানো হলো। শুন্যটা এমনই ছিল। তারপর দেখলাম আবু সাঈদকে গুলি করে মেরে দিলো। আমি ছটপট করেছি এগুলো দেখে। আমার একটা লিমিটেশন আছে। কিন্তু আমি সেটি মানিনি। আমি ১৮ তারিখে একটা পোস্ট দিয়েছি। যেখানে আমার দলের তো দূরের কথা কেউ সাহসই করে নাই। আমি পুলিশের গুলি নিয়ে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছি। কারফিউ শুরু হলো।

(বাকি অংশ ৪ এর পাতায়)

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ডাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে (জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন আয়োজন বাতিল

(শেষ পাতার পর) বনভোজনের হওয়ার কথা ছিল। বাংলাদেশ কোটা আন্দোলনে ছাত্র-জনতা হত্যা, নির্যাতন ও সারা বিশ্বব্যাপি মানুষের উৎবেগ-উৎকণ্ঠ পরিবেশের কারণে বনভোজন স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৮ আগস্ট কার্যকরী কমিটির সভায় নতুনভাবে ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার একই স্থানে তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কারণে কার্যকরী কমিটি আবারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বনভোজন না করার। যেহেতু সেপ্টেম্বর পরবর্তীকে শীত নামবে সেহেতু এ বছর বনভোজন করা সম্ভব হবে না।

সাংবাদিক সানজিদ তুহিনের মায়ের ইন্তেকাল

এদিকেনিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব এর অন্যতম সদস্য সাংবাদিক সানজিদ তুহিন এর মা মোছেদা খাতুন (৯৫) গত ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। ইল্লালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন। সানজিদ তুহিন জানান, আমার মায়ের বয়স ৯৫ হলেও তিনি খুব একটা অসুস্থ ছিলেন না। মঙ্গলবার রাত্রে শরীর একটু খারাপ করলে আমাকে দেশ থেকে জানায়। তখন নিউইয়র্কে রাত তিনটা। আমি মায়ের সাথে ভিডিওতে কথা বলছি এবং মায়ের মুখ দেখছি। দেখতে দেখতে তিনি (মা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আল হামদুলিল্লাহ আমার মা, পুর্ণ ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে। সানজিদ তুহিন প্রেসক্লাবের সদস্য ও কমিউনিটির সকলের নিকট তাঁর মায়ের মাগফেরাতের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।

সানজিদ তুহিনের মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব। ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার শোক বার্তাতে মরহুমার রুহের মাগফেরাত ও জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা কামনা করেন এবং শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে আরেক তরুণের মৃত্যু

(শেষ পাতার পর) তবে নিহত তরুণের নাম পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকাল ১০ টার দিকে এল্মহার্স্ট সাবওয়ে স্টেশনে দুই তরুণের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে ১৯ বছর বয়সী তরুণ ওই তরুণকে ধাক্কা দিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে রেললাইনে ফেলে দেয়। এ সময় ব্রুকলীনগামী এফ ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই ওই তরুণের মৃত্যু হয়। পুলিশ এসে ১৯ বছর বয়সী তরুণকে আটক করে এবং তদন্ত ও নিহতের মরদেহ উদ্ধারের জন্য এলমহার্স্ট সাবওয়ে স্টেশন দিয়ে চলাচলকারী ই, এফ, আর ও এম ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রাখায় হয়। ৩ ঘণ্টা পর আবার ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

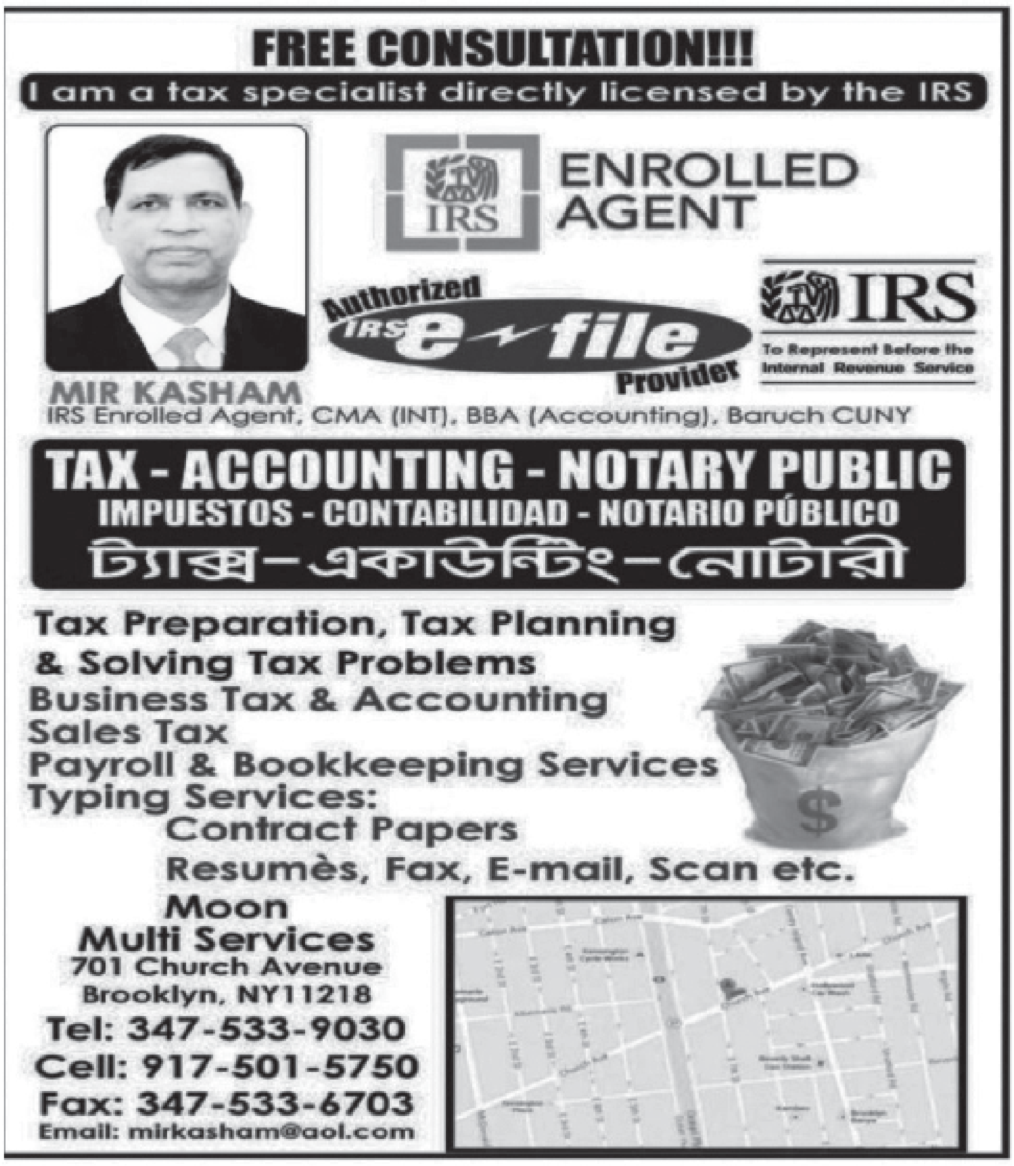

‘আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির’ নতুন কমিটি গঠিত

(শেষ পাতার পর) কার্যকরী পরিষদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ টিপু সুলতানের সভাপতিত্বে জ্যামাইকাস্থ স্টার কাবার এন্ড রেষ্টুরেন্টে গত ২৫ আগষ্ট রোববার অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় এক প্রস্তাবে সভাপতি আতিকুর রহমান সালুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও কমিটির অন্যতম সদস্য আওলাদ হোসেন খানের মৃত্যুতে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। সভায় এক প্রস্তাবে সৈয়দ টিপু সুলতানকে সভাপতি ও মোহাম্মদ হোসেন খানকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত এবং তাদেও উপর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

সভায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের সাফল্যে ছাত্রদের সাহস ও আত্মহুতির সোপানতলে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনকে এক গৌরবোজ্জ্বল মহা ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সভায় প্রস্তাবনায় নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তীকালীন সরকারের সাফল্য কামনা করে দেশের গণতান্ত্রিক ও কোটা বিরোধী আন্দোলনে নিহত ও আহত ছাত্র-জনতার আত্মোৎসর্গকে স্বর্ণাক্ষারে ইতিহাসে লিপিবদ্ব করে রাখার শপথ নেয়া হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ভাসানী ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুদ্দীন নাসের, উপদেষ্টা মোহাম্মদ হোসেন খান, অন্যতম রাজনীতিক লুৎফুর চৌধুরী হেলাল, প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, ইমরান আনসারী, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, মোহাম্মদ আলী, হায়দার আকবর কিরণ, রওশন আরা বেগম, এমডি আব্দুস সোবহান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় আগামী ১৭ নভেম্বর বিকেল ৩টায় জ্যাকসন হাইটস্থ জুইশ সেন্টারে মাওলানা ভাসানীর মৃত্যু বার্ষিকী পালনের কথাও ঘোষণা করা হয়।

সন্ধান নেই ৩ লাখ অভিবাসী শিশুর!

(শেষ পাতার পর) যারা দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে একা এসেছে। এই অডিট অনুসারে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি অভিবাসীদের জন্য ব্যবহৃত অ্যাপের ঝুঁকির বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি এ ইন্সপেক্টর জেনারেলের রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন, যখন পর্যন্ত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে রাখা না হয়েছে, তখন পর্যন্ত তাদের আদালতে হাজিরার নোটিশ দেওয়া হয়নি এবং সে মুহূর্তে তারা রিফিউজি পুনর্বাসন অফিসের অধীনে ছিল। এজেন্সি আরো বলেছে, তারা শিশুদের সুরক্ষা এবং কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ফেডারেল অংশীদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

রিপাবলিকান হাউসের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কমিটি এ ডিএইচএস রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে একটি শুনানির পরিকল্পনা করছে। সিনেটর বিল ক্যাসিডি, যিনি সিনেট কমিটি অন হেলথ, এডুকেশন, লেবার এবং পেনশনসের র‍্যাংকিং মেম্বার কর্তৃক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একটি কমিটির শুনানি করার অনুরোধ করেন। এইচএইচএস ডাটা অনুসারে, বাইডেন প্রশাসন আসলে আগের দুটি প্রশাসনের তুলনায় দক্ষিণের সীমান্ত পার হওয়া এককভাবে শিশুদের যুক্তরাষ্ট্রে ছেড়ে দিয়েছে।

ঐক্যের আহবানে ফোবানা সম্মেলন শেষ হলেও বিভক্তি থাকলোই

(১২ এর পাতার পর) ফোবানার কর্মকর্তাবৃন্দ।

তিন দিনের এবারের ফোবানা সম্মেলনে আরো ছিলো কারিগরি শিক্ষার প্রভাব ও উন্নয়ন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও সাইবার সিকিউরিটি, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব উন্নয়ন, মূলধারায় নেতৃত্বের বিকাশ, আরবান ডেভেলপমেন্ট, ন্যানো টেকনোলজির এবং এর কার্যকারিতা, স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে এআই এর প্রভাব বিষয়ক বেশ কয়েকটি সেমিনার, সাহিত্য সভা, কাব্য জলসা, ফোবানা গ্রন্থমেলা, কারুপণ্য শিল্পের প্রদর্শনী, বর্ণীল ফ্যাশন শো। এছাড়াও ছিলো ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকার বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, তরুণ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের স্কলাশিপ অ্যাওয়ার্ড, তরুণ প্রজন্মের অংগ্রহণে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা, ক্ষমতায়নে নারীর ভূমিকা, অর্জন এবং তাৎপর্য, যুব ফোরাম ও নেটওয়ার্কিং, এনআরবি ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা উদ্যোক্তাদের, নেটওয়ার্কিং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এলামনাই ফোরাম নিয়ে আলোচনা, আন্তঃধর্মীয় শান্তি আলোচনা, বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি। সম্মেলনে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহন ছিলো উল্লেখযোগ্য।

ভার্জিনিয়ার ফোবানা থেকে সংগৃহীত অর্থ যাবে দেশের বানভাসীদের কাছে

এদিকে ভার্জিনিয়া ফোবানা সম্মেলন থেকে সংগৃহীত অর্থ পাঠানো হবে বাংলাদেশের বন্যা কবলিত এলাকায়। ইতোমধ্যে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলনের কর্মকর্তারা একটি বিশেষ তহবিল গঠন করেছেন। সেখানে বেশ সাড়াও পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সম্মেলনের চেয়ারপারসন মোহাম্মদ আলমগীর ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আবীর আলমগীর। তারা জানান, নির্বাহী কমিটির কর্তৃক সংগৃহীত অর্থের সঙ্গে যোগ করা হবে ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন থেকে সংগৃহীত অর্থ। সম্মেলন থেকে প্রতিজন দর্শক-শ্রোতার প্রবেশ মূল্য থেকে ১ ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় ১২০ টাকা) হারে বন্যার্তদের জন্য সাহায্যের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য সম্মেলন স্থলের প্রবেশদ্বারে ও মঞ্চের পাশেও সাহায্যের জন্য বাক্স রাখা হয়। ফোবানা নেতৃবৃন্দ জানান, দেশের যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে আমরা সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

মিশিগান ফোবানা সম্মেলন:

অপরদিকে মিশিগান ষ্টেটের ডেট্রয়েটের জায়নি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান। এই সম্মেলনের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী হচ্ছেন ড. রফিক খান।

শুক্রবার থেকে ফোবানা সম্মেলন শুরু হয় মিশিগানের ডেট্রয়েটে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয় বাংলা টাউনখ্যাত ডেট্রয়েটের জেইন ফিল্ডে এবং হোটেল একোমডেশান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ সাউথ ফিল্ড শহরের হিলটন গার্ডেনে। শনিবার ছিল সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন, এদিন ছিল বিশেষ সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা, বিজনেস নেটওয়ার্কিং সামিট, কাব্য জলসা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন।

এদিন ‘দেখা সাক্ষাৎ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রথম আলো ফাউন্ডেশনের প্রধান ইব্রাহীম চৌধুরী সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রথম আলো পরিবারের মাহবুব রহমান, ইশতিয়াক রুপু ও পার্থ সারথী দেব। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন আনোয়ারুল লাভলু। আরো বক্তব্য রাখেন ফোবানার চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, ফোবানার প্রাক্তন চেয়ারপারসন ও আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার বেদারুল ইসলাম বাবলা, ফোবানার এক্সিকিউটিভ জয়েন্ট সেক্রেটারূ মোহাম্মদ কবির কিরণ, দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার সাংবাদিক এবং বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ’র সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে কবি মিলটন বড়ুয়া, সঙ্গীতা বড়ুয়া, হারান সেন, সঞ্জয় দেব, শফিক রহমান, মাহমুদুল হক লিটু, দেবাশীষ দাশ, আব্দুল মালিক, রেজাউল করিম, সাইফুল আলম, আলী হাসান, এম ওয়াদুদ, মাসুক আহমেদ, কামরুল হুদা রাসেল, মোঃ আবদুর রৌফ, মোঃ আয়ুব আলী, সৈয়দ এন. সাকিল, সাবরিনা কবির, কাজী এম. হুদা, জাহিদ হোসেন, জিয়াউল হক জিয়া, ইকবাল কবির, সৈয়দ এম. ডি. আলী রেজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপির নেতাদেরকে বলছি-

(শেষ পাতার পর) বিরক্তির উদ্রেক করে। কয়েকটা দিন সময় দেন। কোন সন্দেহ নাই ভবিষ্যতে দেশ গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলবে। জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সরকার বানাবে। আজ হোক বা কাল, দুই বছর পরে হলেও দেশের অন্যতম একটা বড় দল হিসেবে নির্বাচনে আপনারাই মেজরিটি হবেন। আপনারাই সরকার গঠন করবেন। অস্থিরতা কমান।

তিনটা প্রধান দল, যারা ইতিপূর্বে এককভাবে সরকার চালিয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার হিসেবে পতিত। নেতা-কর্মী সবাই পলাতক। যাদেরকেই পাওয়া যাচ্ছে জেলে গিয়ে ঠাঁই হচ্ছে। স্বৈরাচাররা কখনও দলে বা সরকারে সেকেন্ডম্যান রাখে না। শেখ হাসিনাও রাখেন নাই। ভেবেছিলেন কেয়ামত পর্যন্ত রাজত্ব ওভাবেই চলবে। কখনও যে বিদায় হতে পারে, কল্পনা করেন নাই। এখন দল খাঁদে পড়ে গেছে। হাল ধরার কেউ নাই। এরশাদ পতনের পর মিজানুর রহমান চৌধুরী এগিয়ে এসেছিলেন। অন্তত: তাকে জেলে নেওয়া যায় নাই। আওয়ামী লীগে কে আসেন দেখার জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। '৭৫এর পর মরহুম তাজউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দিন দরখাস্ত করে আওয়ামী লীগ খুলেছিলেন। এবার এখন পর্যন্ত তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তোফায়েল আহমদ বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ। তিনি দাযিত্ব নিলেও নিতে পারেন। অথবা সাবেক রাষ্ট্রপতি এ্যাডভোকেট হামিদ। শেখ হাসিনা আবার পরিবারের বাইরে কাউকে মানেন কিনা সেটাও দেখার বিষয়। এরশাদ বিদায়ের পর তার দল ওই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ৩৫টা আসন পেয়েছিল। '৭৯তে আওয়ামী লীগ ৩৯টা। যদি নির্বাচনে আসে এবারও হয়তো কিছু সীট পাবে তবে তা কখনই সরকার গঠনের মত হবে না। আওয়ামী লীগকে মানুষ মন থেকে উঠিয়ে দিয়েছে, অন্তত: বেশ কিছু সময়ের জন্য।

একদা সরকার চালিয়েছে জাতীয় পার্টি। বহুধাবিভক্ত এই দলও এককভাবে জিতে সরকার গঠন করবে এমনটা এখন পর্যন্ত কেউ মনে করে না। কারও সাথে জোট করে বা আসন সমঝোতায় যদি কিছু সীট পায়। অতীতে সরকার পরিচালনাকারিদের মধ্যে বাকি থাকে বিএনপি। সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন আছে, তিন শ' আসনে প্রার্থী আছে, টাকা ঢালার লোক আছে, নির্বাচন যখনই হোক- যদি সরকারি কোন মেকানিজম কাজ না করে মেজরিটি সীটে জিতে তারাই সরকার গঠন করবে এটা ধরে নেওয়া যায়।

এখন যেটা দরকার, সরকারের সাথে সদ্ভাব রেখে চলা। তাদেরকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করা। যে কাজগুলো এরা হাতে নিয়েছে বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা। এমন মনে করার কারন নাই, সরকারকে সমর্থন করলে জনপ্রিয়তা বা ভোট কমে যাবে। বরঞ্চ যে কোন কারনে সরকারকে প্রতিপক্ষ ভাবলে বা তাদের বেহুদা সমালোচনা করলেই মানুষের কাছ থেকে দুরে সরে যেতে হবে। এ সরকার জনআকাঙ্খার সরকার, প্রফেসর ইউনুসের ওপর যেহেতু মানুষের প্রগাঢ় আস্থা, তাদেরকে সময় না দিয়ে বারবার নির্বাচন নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করলে মানুষের বিরক্তির উদ্রেক করবে। দলটি ইমেজ সংকটে পড়বে। রাজনৈতিক সরকারগুলোর অভিজ্ঞতা মানুষের খুব একটা সুখের না। এই বিএনপিও দুই দফা সরকার চালিয়ে এসেছে। তারাও দেখা। আবার সরকার গঠন করলে এই এরাই মন্ত্রী এমপি হবে। খুবই চেনা মুখ। আসমান থেকে ফেরেশতা এসে কেউ সরকার চালাবে না। প্রফেসর ইউনুস বা আজকে যারা উপদেষ্টা পরিষদে আছেন তারা কেউ বিএনপির হবু মন্ত্রীদের চাইতে খারাপ ক্যালিবারের না। এরা সংষ্কারগুলো করে দিয়ে গেলে বরঞ্চ পরের রাজনৈতিক সরকারের জন্য সুবিধা হবে। এটা বুঝতে পারাও বিএনপির জন্য একটা চ্যালেঞ্জ।

একটা ভয় কাজ করতে পারে, বেশী সময় পেলে এরা নিজেরাই দল বানিয়ে ফেলে কি না! জিয়া এরশাদের মত মেকানিজম করে যদি নিজেদের দলকে মেজরিটি আসনে জিতিয়ে এনে সরকারে বসিয়ে দেয়! ছেলেদের কেউ কেউ বলছেন অবশ্য। কিন্তু এত সহজ না। জিয়াউর রহমানের পুরো প্রক্রিয়া দেখা নিজের চোখে। এরশাদেরটা নিজের হাতে করেছি। ওয়ান ইলেভেনে উদ্দিন গংও চেষ্টা করেছিলেন। ফেল মেরেছেন। এমন কি খোদ প্রফেসর ইউনুস নিজেও একটা উদ্যোগ নিয়ে পিছিয়ে এসেছিলেন। এখন সময় বদলেছে। মানুষের চোখকান খোলা। সরকারি উদ্যোগ বা পৃষ্ঠপোষকতায় সেই পুরনো কায়দায় নতুন কোন দল গঠন- চাইলেই করে ফেলা যাবে না। এ কাজে পুরো প্রশাসন গোয়েন্দা সংস্থা সরকারের বিভিন্ন মেশিনারিজকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, এটা সামরিক শাষনে চলে গনতান্ত্রিক পরিবেশে অসম্ভব। তার আগেই বিরোধী দলগুলো এমন পরিস্থিতি তৈরী করে ফেলতে পারে যার পক্ষে সাধারন মানুষও থাকবে। তবে হ্যাঁ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছোটখাট কিছু দল এক প্লাটফর্মে বা জোটে আসতে পারে। আজকের ছাত্র নেতাদের কেউ যদি রাজনীতিতে আসতে চান, এ ধরনের কোন দল বা জোটে জয়েন করতে পারে। চাইলে নিজেরাও কিছু একটা দাঁড় করাতে পারে। তবে সরকারের কোন কোন মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা মেজরিটি আসনে জিতে সরকার গঠন করে ফেলবে এমনটা মনে করার কোন কারন আমি দেখছি না।

যদি ধৈর্য্য রাখতে পারেন, বা চালে ভুল না করেন, নির্বাচন যেদিনই হোক সরকার আপনারাই গঠন করবেন। দল ধরে রাখতে হবে। দলের ভাবমূর্তি বাড়াতে হবে। নেতা ঠিক করতে হবে। সরকার গঠন করলে প্রধানমন্ত্রী কে হবে তা স্পষ্ট করতে হবে। বেগম খালেদা জিয়া চেয়ারপার্সন। এতদিন কারাবন্দী ছিলেন, এখন মুক্ত। দীর্ঘদিন যাবত নানাবিধ জটিল অসুখে ভুগছেন বলে এ যাবৎকাল জানানো হয়েছে। এখন তিনি কি অবস্থায় আছেন, বাইরে থেকে চিকিৎসা নিয়ে এলে কতটা সুস্থ হবেন, বা আগের মত কর্মক্ষম হতে পারবেন কিনা মানুষ জানতে চায়, বুঝতে চায়। পরিষ্কার করতে হবে প্রধানমন্ত্রী কি তিনিই হবেন না অন্য কেউ। যদি শারিরীকভাবে ফিট থাকেন, ৮৪ বছর বয়সে প্রফেসর ইউনুস পারলে বেগম জিয়াও পারবেন। কিছুদিন আগ পর্যন্ত একটা ধারনা ছিল তার পক্ষে আর শারিরীকভাবে দলের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। শেখ হাসিনাও মাঝেমাঝে খোটা মেরে বলতেন বিএনপি যে সরকার *(বাকি অংশ ১১ এর পাতায়)*

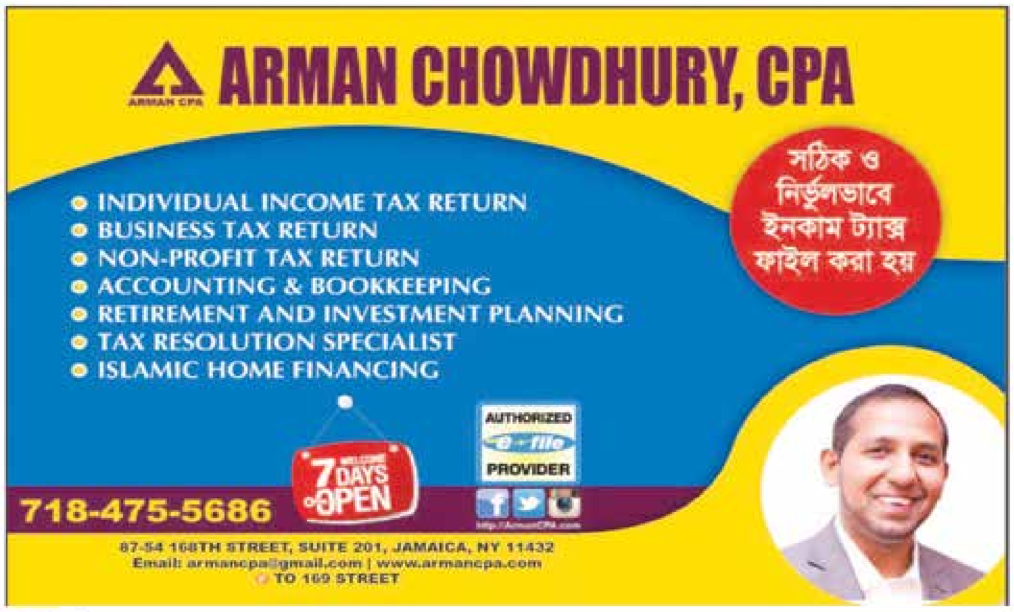

নিউইয়র্কে দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলন সম্পন্ন

(শেষ পাতার পর) অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনের প্রথম দিনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল শুভেচ্ছা বক্তব্য, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া ছিল পোশাকের স্টল, বাঙালী খাবারের স্টল প্রভৃতি।

উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর গোল্ডেন এজ হোকেয়ারের কর্ণধার শাহনেওয়াজ। এসময় কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এসময় তারা বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী প্রিয়া ডায়েস।

সংস্কৃতিকর্মী বাবু জামান ও মিয়া মোহাম্মদ দুলালের সঞ্চালনায় সম্মেলনে আলোচনা পর্বে অংশ নেন মূলধারার রাজনীতিক ফাহাদ সোলায়মান, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী রওশন হক এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম। সম্মেলন মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন চ্যানেল আই তারকা শিল্পী কৃষ্ণা তিথি এবং ক্লোজআপ ওয়ান তারকা শিল্পী নীলিমা শশী। এছাড়া ত্রিণিয়া হাসান, শামীম সিদ্দিকী, রায়ান তাজ, প্রমি তাজ, নীপা জামান, প্রেমা, অনিক রাজসহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২৫ আগস্ট রোববার ছিল কাব্য জলসা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কবি রওশন হাসানের সঞ্চালনায় কাব্য জলসায় প্রবাসের কবি ও লেখকেরা অংশ নেন। এদিন মঞ্চে অতিথি হিসাবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক প্রমুখ। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ফোকসঙ্গীত শিল্পী লায়লা, বিন্দুকণা, মিতু মাহমুদ, শাহ মাহবুব, আফতাব জনি, চন্দন চৌধুরী, পুলক, কামরুজ্জামান বকুল, তাহমিনা মিম প্রমুখ। এবারের বাংলাদেশ সম্মেলন সফল করায় সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম।

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন'র নতুন কার্যকরী কমিটি ঘোষণা

দুলাল বেহেদু সভাপতি স্বপন সাধারণ সম্পাদক

বিশেষ প্রতিনিধি:

উৎসাহ-উদ্দীপনার মাঝে গত ২৬ আগস্ট সোমবার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ'র নতুন কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন সানসাইন পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশন'র নির্বাচন কমিশন নতুন কমিটি কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করে পরিচয় করিয়ে দেন। এই কমিটি ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবে। সূচনা পর্বে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ আমানুল্লাহ আমান। নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন আনুষ্ঠানিকভাবে সভা পরিচালনা করেন। এ সময় নির্বাচন কমিশনার যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আজাদ হোসেন, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, হাবীব জোয়ারদার ও আলাউদ্দিন

আহমেদ উপস্থিত থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ আমান নতুন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণাকালে বলেন, ২০২৪ ও ২০২৫ কার্যকরী বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া আমরা অনেক আগেই শুরু করেছিলাম। তবে নানা জটিলতার কারণে আমরা সঠিক সময়ে নির্বাচন অথবা সিলেকশন করতে পারেনি। পরবর্তীতে আমরা নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা কার্যকরী কমিটির ৪ জনকে নির্বাচিত করে তাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছি যেন, দোহার উপজেলা, নবাবগঞ্জ উপজেলা, কেরানীগঞ্জ উপজেলা, সাভার উপজেলা ও ধামরাই উপজেলা থেকে বাকি সদস্যদের নাম চূড়ান্ত করতে পারেন। নির্বাচিত সদস্যরা আলোচনা করে যে কমিটি আমাদের হাতে দিয়েছেন তা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি।

অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ বলেন, আশা করি নতুন কমিটির কর্মকর্তারা সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং নিজেদের মধ্যে যদি কোন বিভেদ থাকে বা যারা এখনো কমিটির বাইরে আছেন তাদেরকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন সংগঠিত করবেন।

নির্বাচিত সভাপতি দুলাল বেহেদু আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা সংক্ষিপ্তভাবে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ এবং শক্তিশালী একটি সংগঠন হয়ে উঠবে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন। আমি এই কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে একটি গঠনমূলক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে সংগঠনকে পরিচালিত করবো।

অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে সৌহার্দ্য সম্প্রীতির মাধ্যমে একটি সাংগঠনিক কার্যকরী বছর পরিচালনা করার অঙ্গীকার করেন নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা।

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন'র নতুন কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তরা হলেন: সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সিনিয়র সহ সভাপতি- মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম, সহ সভাপতি- আমীর আফতাব, মোহাম্মদ ইউসুফ ভুঁইয়া, মোহাম্মদ কবির হোসেন খাঁন, শাহীনুর রহমান বিপ্লব ও জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক- কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, সহ সম্পাদক- তানভীর আহমেদ ও দেওয়ান কাউসার, সাংগঠনিক সম্পাদক- বি, এইচ সাইফুর, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী সবুজ ও মোহম্মদ রবিউল আলম, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, সহ কোষাধ্যক্ষ- ডা. আরিফুর ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মো: রফিকুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক- ফরিদ খান, ক্রীড়া সম্পাদক- রাসেল আহমেদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোস্তাক রহমান, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- লিটন ফিলিপ্স, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- কাকলী আক্তার, আপ্যায়ন সম্পাদক- আকতার হোসেন (বিপ্লব), সাহিত্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক- সাইদুল ইসলাম ইকবাল এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্য: পঙ্কজ রায়, আমিনুল ইসলাম কচি, মোস্তফা কামাল মুকুল, খালিদ আহমেদ বাবু, মোহাম্মদ আউলাদ হোসেন, মোহাম্মদ সফিউদ্দিন সফা, মেজবাহউদ্দিন আহমেদ (চঞ্চল), মোহাম্মদ সেলিম খাঁন, এহতেসাম হায়াত ও মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।

সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪৯ : সোমবার, ভাদ্র ১৮, ১৪৩১
সফর ২৭ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 49
September 02 2024 USA.

নিউইয়র্কে বিনা ভাড়ায় বাসে চড়লে জরিমানা ১০০ ডলার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
নিউইয়র্কে মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি-এমটিএ বাস ভাড়া ফাঁকি রোধে এবার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এমটিএ'র বাসে বিনা ভাড়ায় কেউ চড়লে জরিমানা গুণতে হবে ১০০ ডলার। এমটিএ কর্মকর্তারা নিরাপত্তা বিভাগের সাথে যৌথভাবে এ অভিযান চালাবে এবং নতুন প্রচেষ্টা সম্পর্কে সচেতন করতে কাজ করবে। ইতোমধ্যে এনওয়াইপিডি'র পুলিশ ছদ্মবেশে অভিযানে নেমেছে। অভিযানের প্রথমদিনে ভাড়া ফাঁকি *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

সাঈদ তারেকের কলাম

বিএনপির নেতাদেরকে বলছি-

একটু ধৈর্য্য ধরুন। এখনই এতটা অস্থির হওয়ার কিছু নাই। পনের বছর এত আন্দোলন সংগ্রাম করেও স্বৈরাচার বিদায় করতে পারেন নাই, ছেলেরা পনের দিনে অসাধ্য সাধন করেছে। সাথে আপনারাও ছিলেন। আপনাদেরও অবদান আছে। বস্তুত: স্বৈরাচারবিরোধী সব দল শক্তিই পেছন থেকে রসদ সাহস যুগিয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া এই জগদ্দল পাথর অপসারন সম্ভব ছিল না। শহীদের তালিকায় ছাত্রদলের ছেলেরা আছে, জামায়াতের লোকেরা আছে। প্রাণ দিয়েছে কোরআনে হাফেজ মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও। আজ মুক্ত পরিবেশে বুকভরে নি:শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে। বহুদিন পর মনে হচ্ছে আমরা বুঝি স্বাধীন। নতুন সরকার বসেছে তিন সপ্তাহও হয় নাই। এখনও মানুষ স্বাধীনতার অনুভূতি আত্মস্ত করে উঠতে পারে নাই, এখনই রাজনীতি নির্বাচন দল- কথাগুলো মানুষের মধ্যে এক ধরনের *(বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়)*

প্রার্থী ঘোষণার মধ্য দিয়ে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের শোডাউন

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের প্রাথমিক পরিচিত সভার মধ্যে দিয়ে শোডাউন করলো প্যানেলটি। বুধবার (২৮ আগষ্ট) সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে প্যানেল ঘোষণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী সহ কার্যকরী পরিষদের ১৯টিপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন এই প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ।
অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচন *(বাকি অংশ ৩০ এর পাতায়)*

সেলিম-আলী' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী

নিউইয়র্কে দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলন সম্পন্ন

দেশের বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় ১,৮৩৮ ডলার তহবিল সংগৃহীত

বিশেষ প্রতিনিধি:
বিগত পাঁচ বছরের ধারাবাহিকতায় এবছরও নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো হলো দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ সম্মেলন। সিটির জ্যামাইকায় ম্যারি লুইস একাডেমিতে শোটাইম মিউজিক-এর আয়োজনে গত ২৪-২৫ আগস্ট শনিবার ও রোববার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের ষষ্ঠ বাংলাদেশ সম্মেলন থেকে বাংলাদেশে বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় তহবিল সংগ্রহ করা হয় এক হাজার ৮৩৮ ডলার। এই অর্থ অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হবে। আয়োজকরা জানান, বন্যা দুর্গতদের সহায়তায় প্রবাসীরা যাতে সহায়তার হাত বাড়ান, এ জন্য সম্মেলনে প্রবেশ মূল্য ফ্রি করা হয়।
সম্মেলনের প্রথম দিনে *(বাকি অংশ ৩০ এর পাতায়)*

এলমহার্স্ট সাবওয়ে স্টেশনে তরুণের ধাক্কায়

ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে আরেক তরুণের মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
নিউইয়র্কের এলমহার্স্ট সাবওয়ে স্টেশনে কথা কাটাকাটির জেরে ১৯ বছর বয়সী এক তরুণের ধাক্কায় ট্রেনের নিচে পড়ে ২০ বছরের আরেক তরুণ নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনার পর এলমহার্স্ট সাবওয়ে স্টেশন দিয়ে চলাচলকারী ট্রেন প্রায় ৩ ঘণ্টা বন্ধ ছিলো। সোমবার (২৬ আগস্ট) এ ঘটনা ঘটে। *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

পররাষ্ট্র সচিব মোমেনের বিদায়

মাসুদ বিন মোমেন

ঢাকা ডেস্ক:
চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিদায় নিতে হয়েছে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনকে। রোববার (০১ সেপ্টেম্বর) বিকালে কয়েক মিনিটের নোটিশে সচিবকে জরুরিভাবে বিদায় জানানোর আয়োজন করে সেগুনবাগিচা। সোয়া ৫টার ওই আয়োজনে পরিচালক থেকে তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের যোগদানের জরুরি আমন্ত্রণ জানিয়ে ৫টায় খুদে বার্তা পাঠায় প্রশাসন অনুবিভাগ। যা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনা'য় থাকা রাষ্ট্রাচার অনুবিভাগ এবং রমনাস্থ *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

সন্ধান নেই ৩ লাখ অভিবাসী শিশুর!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের (ডিএইচএস) নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, সীমান্তে একা আসা প্রায় ৩ লাখ অভিবাসী শিশুর সন্ধান পাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি। গত ১৯ আগস্ট সোমবার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট (ডিএইচএস) ১৪ পৃষ্ঠার এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেছে, ২০১৯ থেকে ২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে ৩২ হাজারেরও বেশি একা আসা শিশু তাদের ইমিগ্রেশন শুনানিতে উপস্থিত হয়নি। এর চেয়েও উদ্বেগজনক বিষয় হলো প্রায় ৩ লাখ শিশু, *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

তাওহীদের বাস্তব নিদর্শন

জা ফ র আ হ মা দ

প্রকৃতপক্ষেই সারা পৃথিবীই আল্লাহর তাওহীদের নিদর্শন। পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টি তাঁর একত্ববাদের বাস্তব নিদর্শন বহন করে। মানুষের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বাস্তব কিছু নিদর্শন এখানে পেশ করা হলো। (১) মৃত ভূমি জীবিতকরণ ও ফল-মূল উৎপাদন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এদের জন্য নিস্প্রাণ ভূমি একটি নিদর্শন। আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন *(বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)*

'আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির' নতুন কমিটি গঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি:
আন্তজার্তিক ফারাক্কা কমিটি (আইএফসি)-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম গ্রহন ও কমিটির সভাপতি আতিকুর রহমান সালুর মৃত্যুতে নতুন কমিটি গঠনের লক্ষে *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

সাংবাদিক সানজিদ তুহিনের মাতৃবিয়োগে শোক প্রকাশ

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বনভোজন আয়োজন বাতিল

নিউইয়র্ক:
নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক বনভোজন-২০২৪ এ বছর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কার্যকরী পরিষদ। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মানবিক কারণে গত ২৭ আগস্ট কার্যকরী পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদারের পরিচালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বনভোজন ছাড়াও ক্লাবের কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি আবু তাহের, সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সরকার, কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, কার্যকরী সদস্য রওশন হক ও মুস্তাফিজুর রহমান। অনলাইনে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু।
উল্লেখ্য যে, গত ২৮ জুলাই রোববার লং আইল্যান্ডের বেথপেজ ষ্টেট পার্কে *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের যৌথসভায় সিদ্ধান্ত

জাবেদ উদ্দিন সহ সভাপতি, ফজল খান সদস্য ও সারা উদ্দিন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মনোনীত

জাবেদ উদ্দিন | মোহাম্মদ ফজল খান | সারা উদ্দিন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র যৌথ সভায় জাবেদ উদ্দিনকে সহ সভাপতি এবং মোহাম্মদ ফজল খানকে কার্যকরী সদস্য এবং মহিলা বিষয়ক সম্পাদক পদে সারা উদ্দিনকে মনোনীত *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ:
বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুতির পর সার্বিক পট পরিবর্তনের নিউইয়র্ক প্রবাসী অধিকাংশ বাংলাদেশী খুশি। বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সহ তার সরকার মন্ত্রী, এমপি, দলীয় নেতাদের সাগর চুরি আর দূর্নীতির খবরে হতবাক প্রবাসীরা। পাশাপাশি একমাত্র বাংলাদেশী হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী, বিশ্ববাপী সমাদৃত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি সমর্থন দেয়া জরুরী বলেও মন্তব্য করেছেন আওয়ামী সমর্থক ব্যাতীত প্রবাসীরা। অনেক প্রবীণ প্রবাসীর অভিমত
(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com